বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-২০১৯

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DIGITAL BANGLADESH
Skilled • Equipped • DigitalReady

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

জরুরি প্রয়োজনে
মনে রাখুন
একটি নম্বর
৯৯৯

NATIONAL EMERGENCY SERVICE 999

তথ্য ও সেবা 333 সবসময়

ICT DIVISION
FUTURE IS HERE

DoICT

Bangladesh Computer Council

BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY

CCA
Office fo the Controller of Certifying Authorities

DSA
Office fo the Controller of Certifying Authorities

আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-২০১৯

ICT DIVISION

FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

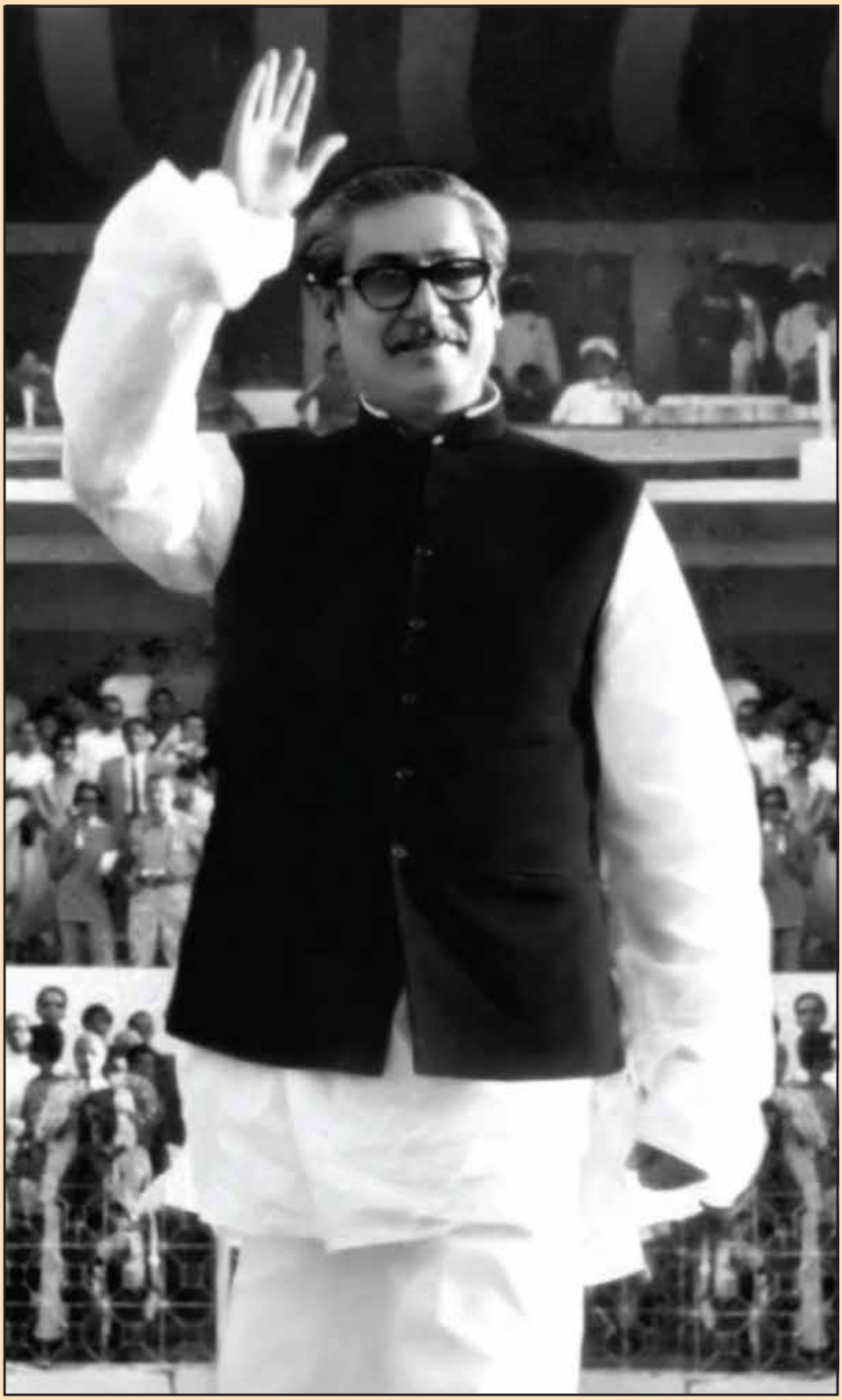

"আমাদেরকে সোনার দেশের সোনার মানুষ হতে হবে।"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

মানবসম্পদ উন্নয়ন

ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠা

DIGITAL BANGLADESH

Skilled • Equipped • DigitalReady

আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন

কানেকটিভিটি স্থাপন

DoICT

Bangladesh Computer Council

BANGLADESH HI-TECH PARK AUTHORITY

CCA

DSA

ICT DIVISION

FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

উপদেষ্টা
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

পরিকল্পনা ও নির্দেশনায়
এন এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

সহযোগিতায়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পরিষদ
মোঃ খায়রুল আমীন, যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সেলিনা পারভেজ, যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
শীরিন সুলাতানা, উপনিয়ন্ত্রক (যুগ্মসচিব), সিসিএ কার্যালয়
মোছাঃ আসপিয়া আকতার, উপপ্রধান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোহাম্মদ লুৎফুর রহমান, পরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
মোঃ তবিবুর রহমান, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ইসরাত জাহান, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মোছাঃ রুখসানা রহমান, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ, উপসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মিজ ইভা মেরিয়ন, বিশেষজ্ঞ (বাংলা প্রমিতকরণ), বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল
বেগম খাদিজা আক্তার, উপপরিচালক, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
চায়না আক্তার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

প্রকাশকাল
১৫ অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশনায়
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
www.ictd.gov.bd

"আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছি। ফোর-জি যুগে প্রবেশ করেছি। এখন ১৩ কোটি মোবাইল সিম ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট গ্রাহক ৮ কোটির বেশি। ৫ হাজার ২৭৫টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮ হাজার ৫০০ ই-পোস্ট অফিস থেকে ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হচ্ছে।"

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

“ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের কর্মপন্থা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে এবং অন্যান্য দেশ এখন তা অনুসরণ করছে।”

সজীব ওয়াজেদ

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা

"আমরা হব জয়ী, আমরা দুর্বার, ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি হবে হাতিয়ার"

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক
প্রতিমন্ত্রী
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এন এম জিয়াউল আলম
সিনিয়র সচিব
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

মুখবন্ধ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়ন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে উন্নীত করতে বর্তমান সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার ও প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারের এ লক্ষ্য পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ধারাবাহিকভাবে দায়িত্ব পালন এবং প্রতি বছর নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত ও বাস্তবায়িত বিভিন্ন পরিকল্পনা, সম্পাদিত কার্যাবলী এবং অর্জনসমূহ সংকলন করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

একবিংশ শতাব্দীর তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বৈশ্বিক উন্নয়নের ধারায় বাংলাদেশকে যুক্ত করতে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প : ২০২১ বাস্তবায়নে বিগত এক দশকে দারিদ্র্য বিমোচনসহ কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এক অনুকরণীয় সাফল্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে কাজ করছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা। এসকল কর্মপরিকল্পনার আওতায় জুন ২০১৯ পর্যন্ত অন্তর্ভূক্তিমূলক ইন্টারনেট নিশ্চিতকরণে সারাদেশে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত ১৮৯৭৫ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন, ২০০৪টি ইউনিয়নে WiFi Router স্থাপন এবং ১৪৮৩টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয়েছে। ডিজিটাল অসমতা হ্রাসে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে দেয়ার লক্ষে ইউনিয়ন, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন এবং শিল্পাঞ্চলে ৫,৮৩৮টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৫০টি বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা এসব সেন্টারের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে চালুকৃত কল সেন্টার '৩৩৩'-এর মাধ্যমে মোট ৩.২ মিলিয়নের অধিক কল গ্রহণ করা হয়েছে এবং ২.৫ হাজারের অধিক বাল্য বিবাহ রোধসহ ৪ হাজারের অধিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে সারাদেশে ৪,১৮৪টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনসহ বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আইটি ও আইটিএস বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার মধ্যে তথ্য-উপাত্ত ইলেকট্রনিক উপায়ে আদান-প্রদানের নিমিত্ত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (Bangladesh National Digital Architecture-BNDA) ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে এবং রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। আইসিটি শিল্পের বিকাশে দেশের বিভিন্ন স্থানে ২৮টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/ আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ০৩টি পার্কের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাকিগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও সারাবিশ্বে সাইবার ঝুঁকি ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত ও সুরক্ষিত করার লক্ষে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনের নির্দেশনানুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় নতুন সংস্থা হিসেবে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠন করা হয়েছে। সর্বোপরি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি, বেসরকারি এবং অ্যাকাডেমিয়া- এ তিন ক্ষেত্রের মিথস্ক্রিয়ায় বিশদ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা বিধৃত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও দিক-নির্দেশনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ সরকারের রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এম.পি. এর সার্বিক দিক-নির্দেশনা রূপকল্প বাস্তবায়নে অন্যতম অবদান রাখছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক গত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উল্লেখযোগ্য ভূমিকার স্মারক হিসেবে ব্যবহৃত হবে মর্মে আশা ব্যক্ত করে প্রতিবেদনটি প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(এন এম জিয়াউল আলম)

সূচিপত্র

১.১	ভূমিকা	১৭
১.২	বিভাগ পরিচিতি	১৯
১.৩	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২৩
১.৪	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩০
১.৫	ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স	৩৪
২.১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর পরিচিতি	৩৬
২.২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯	৩৭
২.৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ২০১৮-২০১৯ কর্ম পরিকলপনা	৩৯
২.৪	প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৪০
২.৫	দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	৪৩
২.৬	পরামর্শ সেবা	৪৩
২.৭	গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	৪৩
৩.১	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) পরিচিতি	৪৪
৩.২	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯	৪৫
৩.৩	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	৪৭
৩.৪	বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি	৪৭
৩.৫	দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ	৬২
৩.৬	পরামর্শ সেবা	৬৩
৩.৮	গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	৬৩
৪.১	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ পরিচিতি	৬৪
৪.২	প্রশাসনিক কাঠামো	৬৫
৪.৩	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন	৬৫
৪.৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৬৫
৪.৫	জার্তীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	৬৬
৪.৬	প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৬৬
৫.১	ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয়	৭৩
৫.২	সিসিএ'র প্রশাসনিক কাঠামো	৭৩
৫.৩	গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম	৭৪
৫.৪	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	৭৫
৫.৫	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে	৭৫
৫.৬	প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৭৬
৬.১	ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি পরিচিতি	৭৯
৬.২	প্রশাসনিক কাঠামো	৮০
৬.৩	বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়	৮০
৭.১	তথ্য ও যোগাযোগ বিভাগের ইনোভিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম	৮১
৮.১	এসডিজি	৮৪
৯.১	আইসিটি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট	৯০

ICT DIVISION

FUTURE IS HERE

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

১.১ ভূমিকা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি)-র সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে সমাজের সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। এ বাস্তবতায় বর্তমান সরকার আইসিটি খাতকে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের অন্যতম বাহন হিসেবে বিবেচনা করে ডিজিটাল বাংলাদেশ তথা আধুনিক সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শক্তিশালী মাধ্যম। সঠিক নীতির সাথে বাস্তবধর্মী কৌশল সমন্বিত করা হলে আইসিটি জনকল্যাণে ও টেকসই উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তির যথোপযুক্ত ও সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া এবং সর্বোপরি তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষতার মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ডিজিটাল বাংলাদেশের মূল দর্শন। এ দর্শন বাস্তবায়নে দেশের জনগণকে বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলা; দেশের সকল প্রান্তে প্রতিটি নাগরিকের জন্য কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা; সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে জনগণের দোরগোড়ায় নাগরিক সেবা পৌঁছানো; ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য অর্জনে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের সবাইকে প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করে সমন্বিতভাবে কাজ করা-এ ৪টি মূল উপাদান বা স্তম্ভকে সামনে রেখে শুরু হয় ডিজিটাল বাংলাদেশ স্বপ্ন পূরণের বিশাল কর্মকান্ড।

ডিজিটাল বাংলাদেশ

(ক) মানবসম্পদ উন্নয়ন

প্রশিক্ষিত, পরিবর্তিত প্রযুক্তি ব্যবহারে সক্ষম, দক্ষ জনসমষ্টি ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অন্যতম মূল ভিত্তি। সে প্রেক্ষিতে এ স্তম্ভের প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষাব্যবস্থার সর্বস্তরে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞান সংযোজন ও প্রয়োগ এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে অভিযোজনে সক্ষমতা অর্জনের নিমিত্ত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সকলের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ। বিশেষতঃ তরুণ প্রজন্মকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে অভিযোজিত করে তোলা এবং সফল ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা এ স্তম্ভের অন্যতম অভীষ্ট।

(খ) কানেক্টিভিটি স্থাপন

সারাদেশে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি পরিকাঠামো স্থাপনের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য সমান ইন্টারনেট অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ ডিজিটাল বাংলাদেশের আরেকটি অন্যতম উপাদান। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি সহজলভ্য করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এবং সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সর্বস্তরের সকলকে ইন্টারনেট সুবিধা প্রদানপূর্বক কানেক্টিভিটির আওতাভুক্ত করে ডিজিটাল ডিভাইড দূরীকরণ এ স্তম্ভের প্রধান উদ্দেশ্য। বিশ্বায়নের এ যুগে দেশের প্রত্যন্ত বা দূর্গম অঞ্চলের নাগরিকরাও যেন তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নতি সাধন করতে পারে তা নিশ্চিত করাও এ স্তম্ভের উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য।

(গ) ই-গভর্নেন্স

ডিজিটাল বাংলাদেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা। সরকারের সর্বস্তরে ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে সকল সরকারি সেবা সকল নাগরিকের জন্য সহজলভ্য করা এ স্তম্ভের প্রধান অভীষ্ট। এ অভীষ্ট পূরণে ই-সেবা ও ই-প্রশাসন প্যাটফরম প্রস্তুত এবং প্রয়োজনীয় আইনি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদাসহ অন্যান্য সকল সরকারি সেবা সহজে প্রদানপূর্বক স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা সরকারের মূল লক্ষ্য।

(ঘ) আইসিটি শিল্পের বিকাশ

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আইসিটি শিল্পের বিকাশ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের উন্নতি সাধন; প্রয়োজনীয় সেবা, প্রযুক্তি ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে আইসিটি শিল্পকে বিকশিত করা এবং আইসিটি শিল্পকে রপ্তানীমুখী শিল্পে পরিণত করা ও এক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এ স্তম্ভের প্রধান অভীষ্ট। তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, উৎকর্ষ সাধন, ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় অনলাইন সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সরকারি সেবাসমূহ প্রাপ্তি সহজীকরণ ও প্রশাসনের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ২০৩০ এর মধ্যে সম্পূর্ণরুপে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এ বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তথ্যপ্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের সোপান থেকে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এভাবেই বাংলাদেশ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণে নতুন মাইল ফলক অতিক্রম করছে। তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক রূপান্তর (Digital Transformation)-এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ঘোষিত সময়ের পূর্বেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে মর্মে আশা করা যায়।

১.২ বিভাগ পরিচিতি

আইসিটি সেক্টরের কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করতে ৩০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গঠন করা হয়। উক্ত বিভাগকে ৪ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নের গতি আরও বেগবান ও সমন্বিত করার লক্ষ্যে সরকার ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়কে একীভূত করে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করে এবং এর অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ গঠন করা হয়।

১.২.১ রূপকল্প (Vision)

প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত সোনার বাংলাদেশ

১.২.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

তৃণমূল পর্যায়ে নিরাপদ সাইবার অভিগমন, আইসিটি শিল্পের রপ্তানিমূখী বিকাশ ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

১.২.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

- ই-গভর্নমেন্ট, ই-ইনফ্রাস্ট্রাকচার বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থাকে সহায়তা প্রদান;
- জনগণের দোরগোড়ায় আইসিটি সেবা পৌঁছানোর জন্য প্রচারকার্য পরিচালনা;
- আইসিটি বিভাগের জন্য বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, কৌশল ইত্যাদি প্রণয়ন;
- আইসিটি সেবাকেন্দ্রিক ই-কমার্স সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- আইসিটি বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্সের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা;
- সার্ভে ডিজাইন, গবেষণা ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম হালনাগাদ করে প্রচার করা;
- আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন সংক্রান্ত যে কোন কার্যক্রমে বাংলাদেশকে সম্পৃক্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, হাই-টেক পার্ক ও আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনসহ সকল অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে আইসিটি খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা, স্থানীয় কোম্পানি সমূহকে প্রতিযোগিতামূলক করা এবং কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধি করা; এবং
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা বিধান, প্রাপক ও প্রেরকের পরিচয় এবং সকল উপাত্ত ভান্ডার সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ ও বাস্তবায়ন।

১.২.৪ জনবল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অনুমোদিত ও কর্মরত জনবল

ক্রম	পদের নাম	অনুমোদিত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
০১	সচিব	০১	০১	-
০২	অতিরিক্ত সচিব	০১	০৩	-
০৩	যুগ্মসচিব	০৩	০৮	-
০৪	উপসচিব	০৬	১৩	-
০৫	উপ-প্রধান	০১	০১	-
০৬	সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৪	০১	১৩
০৭	সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৩	০২	০১
০৮	সচিবের একান্ত সচিব	০১	০১	-
০৯	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	-
১০	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১	০১	-
১১	প্রোগ্রামার	০১	০১	-
১২	সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	-
১৩	মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	০১	-
১৪	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১	০১	-
১৫	প্রশাসনিক কমকর্তা	১৭	০৯	০৮
১৬	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১২	০৫	০৭
১৭	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (পূর্বের হিসাবরক্ষক)	০১	০	০১
১৮	কম্পিউটার অপারেটর	০১	০১	-
১৯	ক্যাশিয়ার	০১	০১	-
২০	ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০২	০০	০২
২১	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৮	১৭	০১
২২	ক্যাশ সরকার	০১	০১	-
২৩	অফিস সহায়ক	২৫	২২	০৩
২৪	নিরাপত্তার প্রহরী (পূর্বের নৈশ প্রহরী)	০২	০০	০২
২৫	পরিচ্ছন্নতা কর্মী (পূর্বের ক্লিনার)	০৪	০০	০৪
	সর্বমোট পদ সংখ্যা	**১২০**	**৯৩**	**৪২**

১.২.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অর্গানোগ্রাম

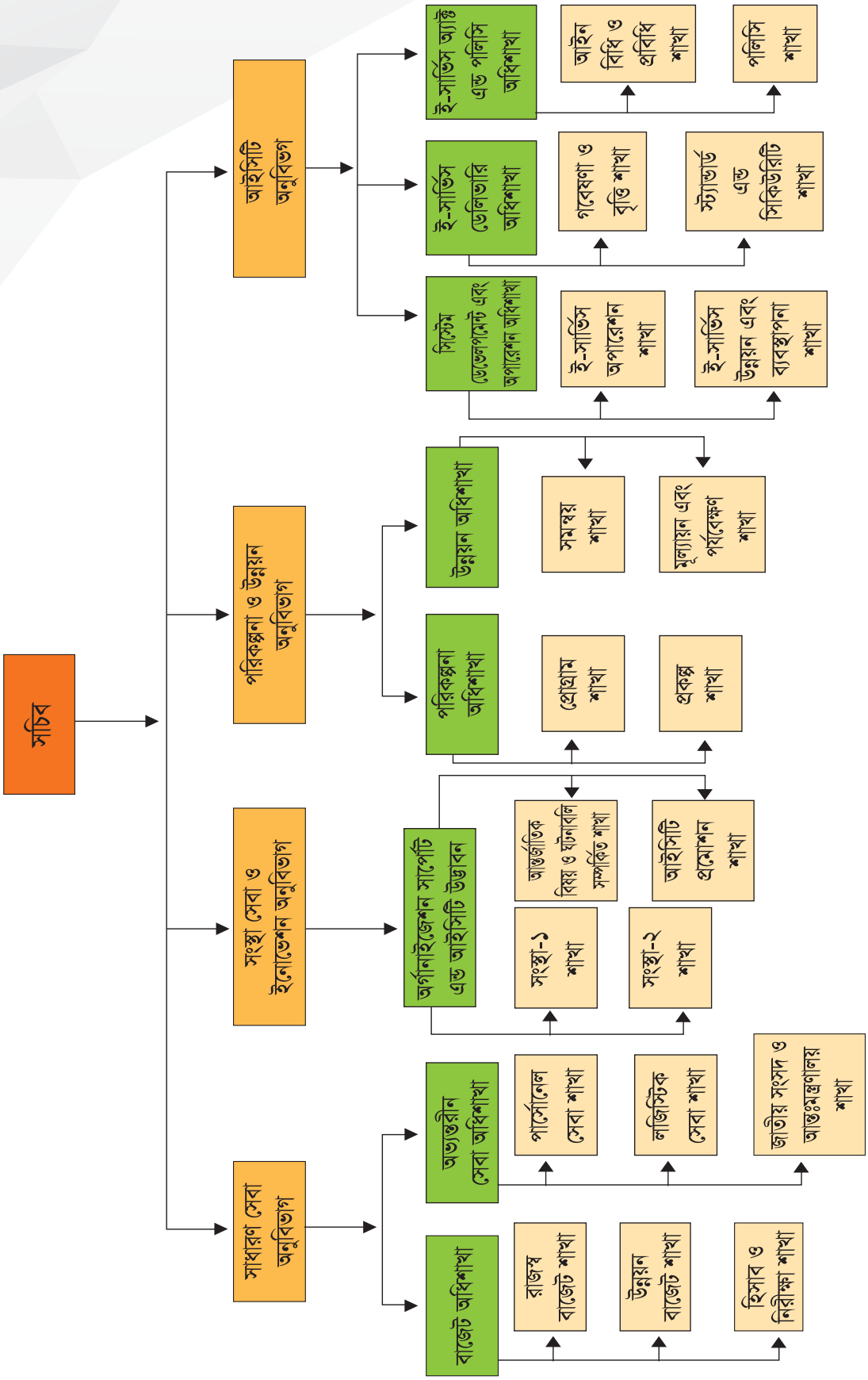

১.২.৬ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মবন্টন

(ক) সাধারণ সেবা অনুবিভাগ

- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ/বদলি/পদায়ন/প্রেষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের ব্যক্তিগত নথি, চাকুরি বহি, বার্ষিক/বিশেষ গোপনীয় অনুবেদন ফরম (এসিআর) সংরক্ষণ;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন/সংশোধন;
- মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তরের কার্যাবলি সম্পর্কিত;
- অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন বাজেট প্রস্তুতকরণ/সংশোধন;
- জাতীয় সংসদ বিষয়ক কার্যাবলি সম্পাদন;
- বিভাগের সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়, সেবা ও জ্বালানী ব্যবস্থাপনা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন সভায় আপ্যায়নের ব্যবস্থা, প্রটোকল, বিভিন্ন বিল পরিশোধ, ষ্টোর, স্টক ও সরবরাহ, অফিস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা;
- পত্র প্রাপ্তি ও জারি;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যসমূহ।

(খ) সংস্থা সেবা ও উদ্ভাবন অনুবিভাগ

- বিভাগের আওতাধীন অধিদপ্তর এবং সংস্থাসমূহের যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন;
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় সভা/সেমিনার/মেলা অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
- জেলা/উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠেয় সভা/সেমিনার/মেলা অনুষ্ঠানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কার্যসমূহ।

(গ) পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন অনুবিভাগ

- এ বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন;
- এ বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা সমূহের উন্নয়ন প্রকল্প/ কর্মসূচি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত টিপিপি/ ডিপিপি বিষয়ে মতামত প্রদান;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় ও তথ্য প্রদান সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- পিপিপি সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- এডিপি সমন্বয় সভা সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন এবং প্রতিবেদন প্রদান;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

(ঘ) আইসিটি অনুবিভাগ

- আইসিটি সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সংশোধন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- ডিজিটাল টাস্কফোর্স সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- আইসিটি গবেষণা কার্যক্রম;
- আইসিটি শিক্ষা, বৃত্তি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- আইসিটি ফোকাল পয়েন্ট সংক্রান্ত কার্যাবলি;
- জেলা ও উপজেলা আইসিটি কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সফটওয়্যার সার্টিফিকেশন;
- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে পরামর্শ প্রদান;
- সরকারি অফিসে ইন্টারনেট/ওয়েব সার্ভিস চালুকরণ এবং ই-কমার্স ও ই-গভর্নেন্স কার্যক্রমে পরামর্শ প্রদান;
- পেপারলেস অফিস চালুকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
- সাইবার ক্রাইম ডিটেক্ট ও প্রটেকশনে সহায়তা প্রদান;
- কম্পিউটার সিকিউরিটি ও কম্পিউটার ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি;
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে নাগরিকদের গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নাগরিক সেবাসমূহ আইসিটির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সামগ্রী অচল ঘোষণায় সহায়তা প্রদান;
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র তৈরিকরণ;
- কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

১.২.৭ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

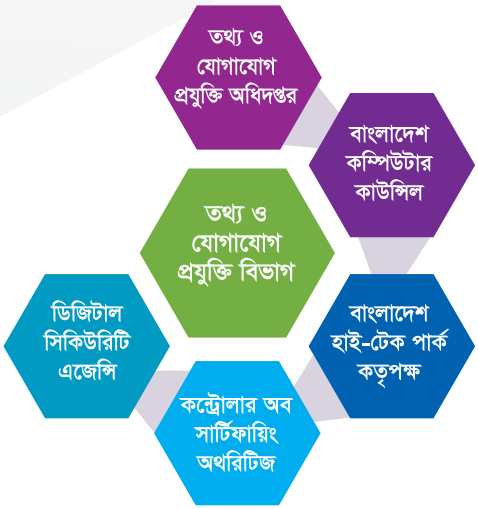

১.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

১.৩.১ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত/প্রস্তাবিত আইন ও নীতিমালা

(ক) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল অপরাধ সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮' গত ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় সংসদের ২২তম অধিবেশনে পাস এবং ০৮ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়।

(খ) ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা-২০১৯

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে বিভিন্ন সেবা দ্রুত প্রদানের লক্ষ্যে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা-২০১৯' প্রণয়ন করা হয় যা গত ১৮ জুলাই, ২০১৯ তারিখে গেজেট প্রকাশিত হয়।

(গ) ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলী) বিধিমালা-২০১৯ (খসড়া)

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অধীনে গঠিত "ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির" গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলি সংক্রান্ত "ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলী) বিধিমালা-২০১৯" এর খসড়া এ বিভাগ কর্তৃক চূড়ান্ত করার পর ভেটিং এর জন্য ২৫ জুন ২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঘ) জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৮

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একটি স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্বে সরকারি সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোসহ ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে গত ২৯.১০.২০১৮ তারিখ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' অনুমোদিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, গত ১৫.১১.২০১৮ তারিখ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ হতে 'জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮' এর প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়, যা গত ১৫.১২.২০১৮ তারিখ বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়।

(ঙ) ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮

আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ ও ক্ষেত্র সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং স্বল্প খরচে লেনদেনসহ নানাবিধ সুবিধা ডিজিটাল কমার্স প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত থাকায় দেশের শিল্প বিকাশ, রপ্তানি উন্নয়ন এবং আইসিটিসহ সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮-এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়। বিগত ১৬.০৭.২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮' এর খসড়া অনুমোদিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা ২০১৮' এর অনুমোদিত খসড়া বিগত ২৪.০৭.২০১৮ তারিখ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(চ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তর সমূহের মধ্যে সমন্বিতভাবে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের মাধ্যমে Whole of the Government পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা' গত ০৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে প্রণীত হয়েছে।

১.৩.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট বাস্ড়বায়ন

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	বিবরণ	২০১৮-১৯ অর্থবছর		ব্যয়	ব্যয়ের হার
		বাজেট	সংশোধিত		
১.	পরিচালন	২১২,৯৫.০০	২৮৬,৯১.৪৭	২০৪,৬৩.৩৭	৭১.৩২%
২.	উন্নয়ন	২৫৭২,৬৫.৪২	১৪৫০,২৩.৮৭	১২২৭,৫২.০০	৮৪.৬৪%
মোট:		**২৭৮৫,৬০.৪২**	**১৭৩৭,১৫.৩৪**	**১৪৩২,১৫.৩৭**	**৮২.৪৪%**

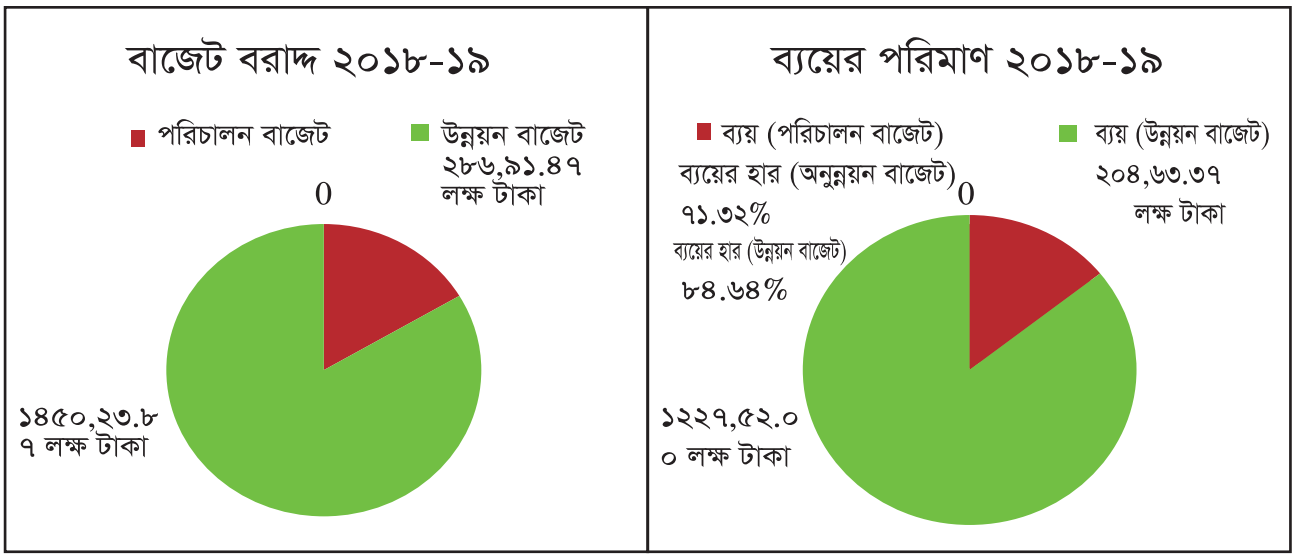

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট ও ব্যয়

১.৩.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২০১১-১২ (শুরু) থেকে ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার

অর্থবছর	বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	অগ্রগতির হার
২০১১-১২	২৮৮২.০০	৬৮.৪২%
২০১২-১৩	১৩৭৩০.০০	৯৫.৪৪%
২০১৩-১৪	৯৬২৫৮.২৯	৭৫.৯২%
২০১৪-১৫	৮১১৪১.২৭	১০২.১৬%
২০১৫-১৬	৯৫৪০৯.০০	১২০.৫৫%
২০১৬-১৭	১৫৯৪৫২.০০	৭৯%
২০১৭-১৮	৩২৬০৪৬.০০	৯০.০৩%
২০১৮-১৯	১৪৫০২৩.৮৭	৮৪.৬৪%

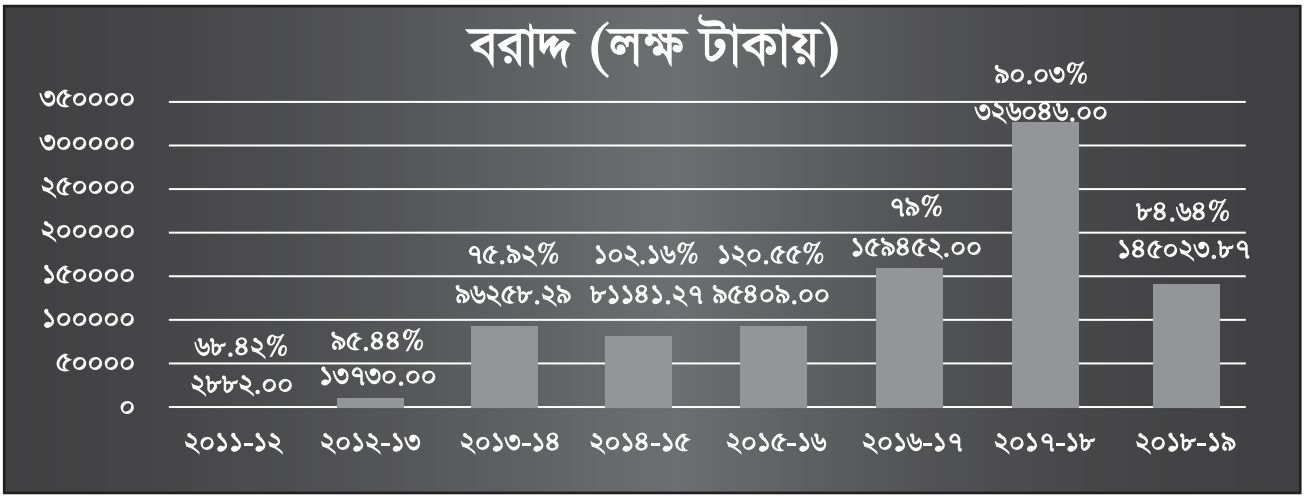

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ও বাস্তবায়নের হার

১.৩.৪ আইসিটি খাতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে গবেষণার জন্য উচ্চশিক্ষায় বৃত্তি/ফেলোশীপ, উদ্ভাবনীমূলক কাজ এবং বিশেষ অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান

(ক) উদ্ভাবনীমূলক কাজ

- অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা - ৫৫টি
- নবায়ন - ৩০টি
- প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ- ৪,৫৭,২২,০০০/-(চার কোটি সাতান্ন লক্ষ বাইশ হাজার)

(খ) বিশেষ অনুদান

- অনুদান প্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা - ৬৯ টি
- নবায়ন - ২০ টি
- প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ- ৩,৮০,০০,০০০/-(তিন কোটি আশি লক্ষ)

(গ) ফেলোশীপ

- ফেলোশিপ প্রদান - ৬০ জন (দেশে ৪৯ জন ও বিদেশে ১১ জন)
- ফেলোশিপ নবায়ন - ৩১ জন
- প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ- ৩,৩৮,০০,০০০/-(তিন কোটি আটত্রিশ লক্ষ)

১.৩.৫ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক দক্ষতা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদানের এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	কর্মচারীদের শ্রেণি ও গ্রেড	প্রশিক্ষণের ঘন্টা (জনপ্রতি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণের ঘন্টা (৫×৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৬.১১.২০১৮	২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি (১০তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	৭১ জন	৩৫৫ ঘন্টা
২.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৮.১১.২০১৮	২য় শ্রেণি (১০তম)	০৫ ঘন্টা	১৩ জন	৬৫ ঘন্টা
৩.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	০২.১২.২০১৮	৩য় শ্রেণি (১১তম-১৬তম) (১৭তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	২১ জন	১০৫ ঘন্টা
৪.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১৩.১২.২০১৮	৪র্থ শ্রেণি	০৫ ঘন্টা	২৩ জন	১১৫ ঘন্টা
৫.	"সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮" সংক্রান্ত কর্মশালা	১৯.১২.২০১৮	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৬ ঘন্টা	৩৯ জন	২৩৪ ঘন্টা
৬.	"গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক" সেমিনার	২৩.১২.২০১৮	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৬ ঘন্টা	৩০ জন	১৮০ ঘন্টা
৭.	"গণকর্মচারী শৃঙ্খলা (নিয়মিত উপস্থিতি) অধ্যাদেশ, ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক" সেমিনার	০৩.০১.২০১৯	২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি (১০তম - ২০তম)	০৬ ঘন্টা	৬২ জন	৩৭২ ঘন্টা
৮.	"ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণঃ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি" বিষয়ক কর্মশালা	০৬.০১.২০১৯	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৬ ঘন্টা	৩০ জন	১৮০ ঘন্টা
৯.	ই-নথি রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ	১৬.০১.২০১৯	২য় ও ৩য় শ্রেণি (১০তম - ১৬তম)	০৫ ঘন্টা	৩০ জন	১৫০ ঘন্টা
১০.	ই-নথি রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ	১৭.০১.২০১৯	২য় ও ৩য় শ্রেণি (১০তম - ১৬তম)	০৫ ঘন্টা	৩১ জন	১৫৫ ঘন্টা
১১.	ই-নথি রিফ্রেশমেন্ট প্রশিক্ষণ	২০.০১.২০১৯	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৫ ঘন্টা	২৭ জন	১৩৫ ঘন্টা
১২.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (নোট ও নথি ব্যবস্থাপনা)	২০.০১.২০১৯	২য় শ্রেণি (১০তম)	০৫ ঘন্টা	১২ জন	৬০ ঘন্টা
১৩.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (নোট ও নথি ব্যবস্থাপনা)	২১.০১.২০১৯	৩য় শ্রেণি (১১তম-১৬তম)	০৫ ঘন্টা	২১ জন	১০৫ ঘন্ট
১৪.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	২৩.০১.২০১৯	৪র্থ শ্রেণি (১৭তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	৩২ জন	১৬০ ঘন্টা
১৫.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (যোগাযোগ)	২৪.০১.২০১৯	২য় শ্রেণি (১০তম)	০৫ ঘন্টা	১২ জন	৬০ ঘন্টা
১৬.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (যোগাযোগ)	২৮.০১.২০১৯	৩য় শ্রেণি (১১তম-১৬তম)	০৫ ঘন্টা	২১ জন	১০৫ ঘন্টা

ক্রম.	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণের তারিখ	কর্মচারীদের শ্রেণি ও গ্রেড	প্রশিক্ষণের ঘন্টা (জনপ্রতি)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	মোট প্রশিক্ষণের ঘন্টা (৫×৬)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৭.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৩১.০১.২০১৯	৪র্থ শ্রেণি (১৭তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	৩২ জন	১৬০ ঘন্টা
১৮.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা)	০৫.০২.২০১৯	২য় শ্রেণি (১০তম)	০৫ ঘন্টা	১২ জন	৬০ ঘন্টা
১৯.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা)	১০.০২.২০১৯	৩য় শ্রেণি (১১তম-১৬তম)	০৫ ঘন্টা	২১ জন	১০৫ ঘন্টা
২০.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১৪.০২.২০১৯	৪র্থ শ্রেণি (১৭তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	৩২ জন	১৬০ ঘন্টা
২১.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (প্রাত্যহিক কাজে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা)	১৯.০২.২০১৯	২য় শ্রেণি (১০তম)	০৫ ঘন্টা	১২ জন	৬০ ঘন্টা
২২.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম)	২৪.০২.২০১৯	৩য় শ্রেণি (১১তম-১৬তম)	০৫ ঘন্টা	২১ জন	১০৫ ঘন্টা
২৩.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার	২৪.০২.২০১৯	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৬ ঘন্টা	৪১ জন	২৪৬ ঘন্টা
২৪.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	০৩.০৩.২০১৯	৪র্থ শ্রেণি (১৭তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	৩২ জন	১৬০ ঘন্টা
২৫.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (ছুটি বিধি)	০৫.০৩.২০১৯	২য় শ্রেণি (১০তম)	০৫ ঘন্টা	১২ জন	৬০ ঘন্টা
২৬.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (প্রাত্যহিক কাজে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা)	১০.০৩.২০১৯	৩য় শ্রেণি (১১তম-১৬তম)	০৫ ঘন্টা	২১ জন	১০৫ ঘন্টা
২৭.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	১৪.০৩.২০১৯	৪র্থ শ্রেণি (১৭তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	৩২ জন	১৬০ ঘন্টা
২৮.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (বিল ও বেতন-ভাতা)	১৯.০৩.২০১৯	২য় শ্রেণি (১০তম)	০৫ ঘন্টা	১২ জন	৬০ ঘন্টা
২৯.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (ছুটি বিধি)	২৪.০৩.২০১৯	৩য় শ্রেণি (১১তম-১৬তম)	০৫ ঘন্টা	২১ জন	১০৫ ঘন্টা
৩০.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৮-১৯ বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেমিনার	২৫.০৩.২০১৯	২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি (১০তম - ২০তম)	০৬ ঘন্টা	৬৪ জন	৩৮৪ ঘন্টা
৩১.	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ	৩১.০৩.২০১৯	৪র্থ শ্রেণি (১৭তম-২০তম)	০৫ ঘন্টা	৩২ জন	১৬০ ঘন্টা
৩২.	"তথ্য অধিকার আইন" বিষয়ক সেমিনার	০৩.০৪.২০১৯	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৬ ঘন্টা	৬০ জন	৩০০ ঘন্টা
৩৩.	Sustainable Development Goals (SDG) বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মশালা	২৩.০৪.২০১৯	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৬ ঘন্টা	৫৪ জন	২৭০ ঘন্টা
৩৪.	"ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনা (রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী ও এসডিজি এর আলোকে) বাস্তবায়ন" বিষয়ক কর্মশালা	২৯.০৪.২০১৯	১ম ও ২য় শ্রেণি (০১-১০তম গ্রেড)	০৬ ঘন্টা	১০৫ জন	৬৩০ ঘন্টা
৩৫.	Strategic Planning for ICT Sector বিষয়ক সেমিনার	১৫.০৬.২০১৯	১ম শ্রেণি (২য়-৯ম)	০৬ ঘন্টা	২৫ জন	২৭০ ঘন্টা
					মোট =	৬০৯৬ ঘন্টা

১.৩.৬ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/পরিদর্শন/কনফারেন্স/ইভেন্ট প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/পরিদর্শন/কনফারেন্স/ইভেন্ট এ অংশগ্রহণের জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বিভিন্ন বিষয়ে ১৭৩টি বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/পরিদর্শন/কনফারেন্স/ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন, যা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ভারত, জাপান, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ কোরিয়া, জর্ডান, মরক্কো, লিথুনিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ড, ভুটান, সুইজারল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে অনুষ্ঠিত হয়।

১.৩.৭ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯

বিগত ১৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৪ টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ৩১টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২২টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আইসিটি বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক্র: নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম
১.	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	০৯ টি
২.	মানবসম্পদ উন্নয়ন	০৭ টি
৩.	ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় সহায়তা	০৮ টি
৪.	আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন	০৭ টি

১.৩.৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৮-১৯)

ক্র: নং:	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
১	আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মনিটরিং	১০০ টি	১২৩ টি
২.	মোবাইল গেইম উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০০০০ জন	১৬১০০ জন
৩.	আইসিটি সেক্টরে উচ্চশিক্ষা প্রোগ্রাম উৎসাহী করতে গবেষণা কাজে ফেলোশীপ প্রদান	৫০ জন	৫৯ জন
৪.	নারীর ক্ষমতায়নে আইসিটি প্রশিক্ষণ	৭০০০ জন	৭৫০০ জন
৫.	আইসিটি শিল্পের বিকাশে ইভেন্ট আয়োজন (বিপিও সামিট, ডিজিটাল ডিভাইস এক্সপো, ইন্টারনেট সপ্তাহ)	৩ টি	৩ টি
৬.	জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ক সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন	৪৮ টি	৬৪ টি
৭.	আন্তর্জাতিক সম্মেলন/ইভেন্টস এ অংশগ্রহণ	৪ টি	৫ টি
৮.	ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের চূড়ান্ত অনুমোদন	২৯-০৫-২০১৯	০৮-১০-২০১৮

২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া তৈরি করে বিশেষজ্ঞ পুলের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদন চুক্তি করা হয়। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ১১ জুন ২০১৮ তারিখে স্বাক্ষর করা হয়েছে। দপ্তর/সংস্থাসমূহের সাথে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের সম্পাদিত চুক্তিসমূহের মূল্যায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১.৩.৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছকে এবং এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সুপারিশক্রমে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়। দপ্তর/সংস্থাসমূহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জন্য স্ব স্ব জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নৈতিকতা কমিটির সভা ও অংশীজনের অংশগ্রহণে ২টি সভা/সেমিনার এবং ষান্মাসিক ভিত্তিতে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সুশাসন বিষয়ে এ বিভাগের ৩৫ জন ২য়-৯ম গ্রেডের কর্মকর্তাদের ৮ ঘন্টাব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এ বিভাগের ১০ম-২০তম গ্রেডের ৬৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মন্ত্রিপষিদ বিভাগের 'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭' অনুযায়ী শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসহ ৩জন কর্মকতা/কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শুদ্ধাচার পুরস্কার হিসেবে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ সম্মানী হিসেবে প্রদান করা হয়। কর্মকর্তা/কর্মচারী ৩ জন হলেনঃ

(১) জনাব আবুল মানসুর মোহাম্মদ সারফ উদ্দিন, নিয়ন্ত্রক (যুগ্মসচিব), কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটিজ (সিসিএ)

(২) ড. মোঃ ফজলুর রহমান, যুগ্মসচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(৩) জনাব আহম্মেদ আলী, অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯ অনুযায়ী প্রায় সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে স্ব মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৪.০৭.২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

১.৩.১০ অডিট আপত্তিনিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অডিট আপত্তির স্থিতি ছিল ২২টি, যার মধ্যে নিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ০৫টি এবং অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৭টি। অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ বিভাগের অডিট আপত্তির বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোট অডিট আপত্তি		নিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি		আপত্তির ধরণ	মন্তব্য
		আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (সচিবালয়)	২২টি	৪৪৮৮.৬৮	৫টি	১৪৮৪.৪৮	১৭টি	৩০০৪.২০	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির ৪টি সাধারণ এবং ১৩টি অগ্রিম	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ব্রডশীট জবাব নিরীক্ষা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।

১.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

১.৪.১ লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯
প্রাক্কলিত ব্যয়	৩১৯৭৭.১৬ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- Self Employment ও অনলাইন আউটসোর্সিং বৃদ্ধিকল্পে মোট ৭৮,৬৬০ জনকে আইটি/আইটিইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আইটি/আইসিটি সেক্টরে Professional Outsourcing Training এর মাধ্যমে সর্বমোট ৫৩ হাজার জনকে দক্ষ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে গড়ে তোলা;
- আইটি/আইসিটি সেক্টরে বিশ্ব বাজারে প্রবেশের জন্য আউটসোর্সিং-এ আগ্রহী ও মেধাবীদের যোগ্যতা/সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করা;
- আইটি/আইসিটি খাতে বিশ্ব বাজারে নতুন চাকরির সুযোগ সৃষ্টিসহ দেশের সর্বস্তরে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- ক্যারাভ্যান ডিজিটাল বাস যোগে ১,৬৬,৩২০ জন শিক্ষিত নারীকে আইটি/আইসিটি বিষয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রশিক্ষণ প্রদানে সহায়তা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৩ হাজার Professional Outsourcing প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে প্রতি ব্যাচে ২ জন বেস্ট ফ্রিল্যান্সারদের মধ্যে ল্যাপটপ বিতরণ।
- অন-লাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের সমন্বিত উপার্জন প্রায় ৩১,১৯,৭১৪.০০ লক্ষ ইউএস ডলার। এর মধ্যে পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক আয় ২৭,২৩,৬০৬ লক্ষ এবং নারী প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক আয় ৪,৯৬,১০৮ লক্ষ ইউএস ডলার (সূত্র: এলইডিপি মনিটরিং সিস্টেম)।
- ডিজিটাল ট্রেনিং বাসের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার নারীদের আইটি বিষয়ক বেসিক জ্ঞান বৃদ্ধিতে এ পর্যন্ত ২৫ হাজার জনকে প্রশিক্ষণ।
- ৬৪টি জেলায় ৬৪টি ডিজিটাল এলইডি বিলবোর্ড স্থাপনের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৪/০৭/২০১৯ খ্রি. তারিখে আইসিটি বিভাগের সচিব মহোদয় কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে সার্বিক সহযোগিতার জন্য ডিও লেটার প্রেরণ করা হয়েছে।
- ২টি জেলায় প্রকল্প সম্পৃক্ত লার্নিং এন্ড আর্নিং মেলা অনুষ্ঠান।
- ২য় সংশোধনী মতে ৪০ হাজার জনের Professional Outsourcing প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ, প্রশিক্ষণের মডিউল ও ম্যানুয়াল প্রস্তুতের পদক্ষেপ গ্রহণ।
- শুদ্ধাচারের লক্ষ্যে টেন্ডারের ক্ষেত্রে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা অনুসরণ, সকল রেজিস্টার ও ফাইল আপডেট এবং দ্রুত কাজ সম্পাদন করণ।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ ৬০৪.০০ টাকা এবং মোট ব্যয় ৫২১.১১ লক্ষ টাকা। বাৎসরিক লক্ষ্য অর্জন ১০০%। এযাবৎ মোট ব্যয় ১৬৭০৪.৯৭ লক্ষ টাকা যা আর্থিক অগ্রগতিতে ৮৬%। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ২৫%।
- বাংলাদেশ অন-লাইন আউটসোর্সিং এর কাজের ক্ষেত্রে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অর্জন।
- অনলাইনের মাধ্যমে এ পর্যন্ত Professional Outsourcing বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য প্রায় ১,৪০,৯১৩ জনের রেজিস্ট্রেশন।

১.৪.২ মোবাইল গেইম ও এ্যাপিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	মোবাইল গেইম ও এ্যাপিকেশনের দক্ষতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
মেয়াদ	জুলাই-২০১৬ হতে জুন-২০২১
প্রাক্কলিত ব্যয়	২৮১৮০.৮২ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- মোবাইল গেইম এবং এ্যাপস ডেভেলপমেন্টকারী কোম্পানীগুলোর সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা;
- দেশব্যাপী দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার উপযোগী মোবাইল গেইম এবং এ্যাপস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
- মোবাইল গেইম এবং এ্যাপস বিষয়ে ৫২৫জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরী করা;
- মোবাইল এ্যাপস উন্নয়ন বিষয়ে ৮৭৫০জন, গেইম উন্নয় বিষয়ে ২৮০০জন ইউজার এক্সপেরিয়েন্স বিষয়ে ২৮০০জন,
- এ্যাপস মনিটাইজেশন, মার্কেটিং এবং কন্টেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ১৭৫০জনকে নিবিড় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ৮টি বিভাগীয় শহর এবং ৩০টি জেলা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেইমিং ল্যাব স্থাপন; এবং
- প্রকল্পের অধীনে সরকারী সেবা সম্পর্কিত ৩০০টি জেলা মোবাইল এ্যাপস, ৫০টি এন্টারপ্রাইজ বিষয়ক মোবাইল এ্যাপস, শিশুদের শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ৪০০টি মোবাইল গেইম এবং ৩০০টি অন্যান্য গেইম তৈরী।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- মোবাইল এ্যাপ নির্মাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ৫২৫ জন প্রশিক্ষককে টিওটি কার্যক্রমের এর আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গেইম ও এ্যাপিকেশন তৈরীর জন্য দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে দেশব্যাপী ৫টি ভেন্ডরের সাহায্যে ১৬,১০০ জনকে গেইম এ্যাপ উন্নয়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দেশের ৪০ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকলিক ইন্সটিটিউট-এ ৪০টি গেইম এ্যান্স টেস্টিং ল্যাব স্থাপন;
- ৬৪টি জেলার সকল সরকারি দপ্তরের সকল সেবা সমূহের "Citizen Help Desk" নামে একটি এ্যাপস উন্নয়ন;
- প্রকল্পের আওতায় যেসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে তা মূল্যায়নের জন্যে একটি প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন সফটওয়্যার নির্মাণ;
- বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের ১০টি সরকারি ই-সার্ভিসের উপর এ্যাপিকেশন উন্নয়ন;
- প্রকল্পের আওতায় ২৭২টি এ্যাপস ও ২০০টি গেইম উন্নয়ন করা;
- উন্নয়নকৃত গেইম ও এ্যাপস সংরক্ষণ করার নিমিত্ত ০১টি এ্যাপস স্টোর তৈরী; এবং
- ১৬১০০ জন প্রশিক্ষণার্থী হতে নির্বাচিত ৬২৪ জন প্রশিক্ষণার্থীপক এডভান্সড হ্যান্ডসঅন ওয়ান টু ওয়ান প্রশিক্ষণ প্রদান।

রাজশাহীতে প্রশিক্ষণের Certificate Giving Ceremony Program

১.৪.৩ একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প
মেয়াদ	এপ্রিল ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৯
প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৯৩৫০.০৭ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিদ্যমান ই-সেবাগুলো শক্তিশালী ও সমন্বিত করা এবং সকল কিছুর উপযোগি দ্বিতীয় প্রজন্মের ই-সরকারের প্রয়োগগুলোর প্রচলন করা;
- সরকারি কর্মকর্তাদেরকে সংবেদনশীল করা, সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যন্ত্রসংক্রান্ত (Digital) জ্ঞান বৃদ্ধি করা;
- প্রকল্পটির সমর্থনে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিসংক্রান্ত পরিবর্তন নিশ্চিত করতে পলিসি এবং কৌশলগত সংযোগ/ সম্পর্ক বৃদ্ধি করা; এবং
- ই-সেবা প্রদানে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা।

'উদ্ভাবনী বাংলাদেশ: আমার গ্রাম-আমার শহর ও তারুণ্যের শক্তি' শীর্ষক কর্মশালা

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- জুলাই ২০১৮ তারিখ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৫৫২টি নতুন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নতুন প্রায় ৫০টিরও অধিক সেবা যুক্ত করা হয়েছে;
- ৪০০+ ডিজিটাল সেন্টারের এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ২২ বিলিয়নের অধিক টাকা লেনদেন হয়েছে;
- পাসপোর্ট ফি, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ফি এবং জাতীয় পরিচয়পত্র সংশোধনের ফিসহ মোট ১৬টি সেবার ই-চালান-এর সাথে ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে;
- এক-শপ সারা দেশে স্থাপিত ৫,২৮৬টি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে খুব দ্রুত দেশের প্রতিটি প্রান্তে চাহিদা মোতাবেক প্রায় ৫ লাখের বেশি পণ্য প্রান্তিক এলাকায় ডিজিটাল সেন্টারে ক্যাশ অনডেলিভারির মাধ্যমে পৌঁছে দিচ্ছে;
- ই-অফিস বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চালুকৃত ই-ফাইলিং সিস্টেম এ অর্থ বছরে প্রায় ১,৭১৭ টি সরকারি সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও বিভাগীয় কমিশনার অফিসে চালু করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নে সরকারি দপ্তরের ২০ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইট এবং ০.৫ মিলিয়ন বিষয়ভিত্তিক কনটেন্ট যুক্ত করা হয়েছে;

- জনগণের তথ্যবিষয়ক অভিযোগসমূহ নিস্পত্তির জন্য এ অর্থ বছরে চালুকৃত ৩৩৩ কল সেন্টার হতে মোট ৩.২ মিলিয়নের অধিক কল গৃহীত হয়েছে যার মাধ্যমে বর্তমানে ২.৫ হাজারের অধিক বাল্য বিবাহ রোধসহ ৪ হাজারের অধিক সামাজিক সমস্যার সমাধান করা হয়েছে;
- কম খরচে, দ্রুত এবং বিনা ভোগান্তিতে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে ৪৭টি সেবাসহজিকরণ করা হয়েছে।
- ২৪৩টি ভূমি অফিসে ই-মিউটেশন বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- শিক্ষক বাতায়নের সদস্য প্রায় ৩০ হাজার জন (৩.৭ লক্ষ জন সর্বমোট) বৃদ্ধি পেয়েছে। কনটেন্টের সংখ্যা প্রায় ২০ হাজার টি (এ পর্যন্ত ১.৬ লক্ষ টি) নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে এবং মডেল কন্টেন্ট ৯৪৩টি যা শিক্ষকরা ব্যবহার করছেন;
- এটুআই ইনোভেশন ফান্ডের মাধ্যমে ৪০টি নতুন প্রকল্পকে ফান্ড প্রদান করা হয়েছে;
- যুব সমাজের দক্ষতা উন্নয়নে ৪৪,০০০+ এ্যাপ্রেনটিসের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে;
- লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে ২৪ হাজারের অধিক বেকার যুবক ও যুব মহিলার দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছে; এবং
- 'কৃষি বাতায়ন'-এ বর্তমানে ৭৮ লক্ষ কৃষকের তথ্য, ১৮ হাজার কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, ৫০৪টি উপজেলার কৃষি তথ্য এবং ৫,৫৫৬ হাট-বাজারের তথ্য বাতায়নে সংযুক্ত রয়েছে। প্রায় ৯৯.৭% কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কৃষি বাতায়নের মাধ্যমে কৃষকদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

১.৪.৪ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, মানব সম্পদ ও প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো, মানবসম্পদ ও প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১
প্রাক্কলিত ব্যয়	৪৫৮১.০০ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ২০১৯ সালের মধ্যে জাতীয় সংসদ কমপ্লেক্সের অভ্যন্তরে মাননীয় সংসদ-সদস্যগণের কার্যালয়ে ল্যান ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতিগণের কার্যালয়ে বিদ্যমান কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার মান বাড়ানোর পাশাপাশি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার এর আনুষঙ্গিক সহায়তা প্রদান;
- কাস্টমাইজড সফটওয়্যার ২০২০ সালের মধ্যে তৈরি ও অটোমেট বিজনেস চালু করণ;
- অনলাইন ইন্টারনেট সুবিধা ও অবাধ তথ্যপ্রবাহ বাড়াতে ২০২১ সালের মধ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ১ম সংসদ হতে ১০ম সংসদ পর্যন্ত সকল কার্য ২০২১ সালের মধ্যে অটোমেশনের ব্যবস্থা করণ;
- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ও জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে ই-গভরনেন্স প্রতিষ্ঠাকরণ;
- জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ডেটাসেন্টার-এর অধীনে নেটওর্য়াক কেন্দ্র তথ্য সংরক্ষণ ও বিন্যাস এবং জরুরী অবস্থায় নিরাপদ ব্যাক-আপ সুবিধা ২০২১ সালের মধ্যে নিশ্চিত করণ; এবং
- জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি ব্যবহারে কর্মচারীদের দক্ষতা অর্জনের জন্য ২০২১ সালের মধ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

- জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে LAN স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- জাতীয় সংসদের মাননীয় সংসদ সদস্যদের জন্য ৩৫০টি ল্যাপটপ ক্রয়ের নিমিত্তে দরপত্র আহ্বান করা হবে।
- Apps for inter communication with MPs and People ISMS Management Application Develop করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- আর্থিক অগ্রগতি: ৩৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৩২%।

১.৫ ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স

সরকারের প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সর্বোচ্চ ফোরাম হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, সরকারি কর্মকর্তা, আইটি বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ এ কমিটিতে রয়েছেন। প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নের পাশাপাশি সফটওয়্যার ও সফটওয়্যার জাতীয় পণ্য রপ্তানিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশের লক্ষ্যে পৌঁছানো এ কমিটির উদ্দেশ্য। ই-গভর্নেন্স, ই-কমার্স, ই-ট্রেড, ই-ফিন্যান্স, ই-মেডিসিন, ই-এডুকেশন এবং ই-ট্রেনিংসহ বিভিন্ন ধরনের আইসিটি সেবা চালুর বিষয়ে এ কমিটি স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমূলে তথ্য প্রযুক্তির অবদানের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ;
- তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও বিকাশের রূপরেখা প্রণয়ন;
- তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বিগ ডাটা, ব্লক চেইন, আইওটিসহ ভবিষ্যত প্রযুক্তির বিকাশে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- শিক্ষা ও আর্থিক খাতের কার্যক্রমকে ডিজিটাল পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-০২ ও সাবমেরিন ক্যাবল-০৩ স্থাপনের সময়ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- দেশের অভ্যন্তরে তথ্য প্রযুক্তির applications সম্প্রসারণে (h_vt e-governance, e-commerce,/trade/finance, e-medicine, e-education/training ইত্যাদি) সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ;
- রপ্তানি বাজারে Computer Software Ges IT-enabled service sector এর সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ;
- মানবসম্পদ ও ভৌত অবকাঠামো (network infrastructure, telecommunication equipment and service sector) উন্নয়নের সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন; এবং
- সময়োপযোগী আইন ও নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো (intellectual property rights, electronic authentication, network security ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর আইসিটি বিভাগে আগমণ উপলক্ষে ফুলেল সুভেচ্ছা

'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' এর নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা ও সুপারিশ প্রদান এবং সময়সূচি ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব মহোদয়কে প্রধান করে ১৯ সদস্যের একটি 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত নির্বাহী কমিটির ইতোমধ্যে ০৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকারি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং এর উন্নয়নে দক্ষ ও স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষে "ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" নির্বাহী কমিটি সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করে চলছে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ টাস্কফোর্স' নির্বাহী কমিটি নিম্নোক্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করেছে:

- কানেক্টিভিটি ও ব্রডব্যান্ড সেবাঃ ২য় সাব-মেরিন ক্যাবলের ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন, ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়ন, ইন্টারনেট সেবার Cost ModelAnalysis, ইন্টারনেট বিলের ভ্যাট কমানো, জেলা ও মন্ত্রণালয়ের ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়ন ইত্যাদি;
- কালিয়াকৈর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক স্থাপন প্রকল্প সম্পন্নকরণ, দেশের সকল বিভাগে হাই-টেক পার্ক স্থাপন, ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন, ডিজিটাল/মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষ স্থাপন;
- উচ্চ মাধ্যমিক, মাধ্যমিক স্তরের তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ের পাঠ্যক্রম পরিবর্তন ও পাঠ্যক্রম নবায়ন;
- সরকারি ই-মেইল নীতিমালা প্রণয়ন, ই-কমার্স নীতিমালা প্রণয়ন, ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস (VAS) নীতিমালা প্রণয়ন, আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ এবং আইসিটি ক্ষেত্রে মেধাস্বত্ত্ব সংরক্ষণ।

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ এর আইসিটি বিভাগে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর

২.১ পরিচিতি

দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, সমন্বয় সাধন ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা পৌঁছে দিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠিত হয়।

প্রশাসনিক বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
মন্ত্রণালয়	:	ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
প্রতিষ্ঠার তারিখ	:	৩১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
কার্যক্রম শুরু	:	জানুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

২.১.১ রূপকল্প (Vision)

জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

২.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্যপ্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অবকাঠামো উন্নয়ন, দক্ষ মানবসম্পদ গঠন, শোভন কাজ সৃজন এবং ই-সার্ভিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

২.১.৩ কার্যাবলী

- সরকারি দপ্তরে ই-গভার্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;
- সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি'র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন;
- মাঠপর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি'র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট প্রদান;
- সকল পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক কারিগরি ও বিশেষায়িত জ্ঞান হস্তান্তর;
- তথ্যপ্রযুক্তি-সংশ্লিষ্ট জনবলের সক্ষমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ;
- আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার, কানেক্টিভিটি, স্ট্যান্ডার্ড ও ইন্টার-অপারেবিলিটি নিশ্চিতকরণ;
- সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান;
- আইসিটি শিক্ষা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তাকরণ;
- তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবসা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও চ্যালেঞ্জ সনাক্তকরণের মাধ্যমে সহায়তাকরণ;
- আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- মাঠপর্যায়ে বিশেষতঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত কম্পিউটার ল্যাবসহ অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরি সহায়তাকরণ;
- মাঠপর্যায়ে সকল সরকারি দপ্তরে ওয়েবপোর্টাল ও নেটওয়ার্ক সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরি সহায়তা প্রদান; এবং
- জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে ইতোমধ্যে স্থাপিত ডিজিটাল সেন্টারসমূহে যথাযথ তথ্য সরবরাহ, সংরক্ষণ, হালনাগাদকরণ, ওয়েবপোর্টাল চালু রাখতে সহায়তাকরণ।

২.১.৪ প্রশাসনিক কাঠামো

(ক) জনবল

অনুমোদিত জনবল				বিদ্যমান জনবল				শূন্য পদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
৬৪০	৪	৬৪২	৫৮২	৪৯৪	১	৭৪	২২	১৪৬	৩	৫৬৮	৫৬০	১৮৬৮	৫৯১	১২৭৭

(খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন):

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার
অনুন্নয়ন	৪৭.২০১৭	৩৭.১২২৭	৭৮.৬৫%
উন্নয়ন	১২০.৩৬১৪	৭৭.৯২৬৭	৬৪.৭৪%

২.২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯

স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১১/০৬/২০১৮ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব এর সাথে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-১৯ স্বাক্ষর করেন। এছাড়া গত ২৭/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের (৬৪ জেলা) কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অত্র কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২১টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২০টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর নির্ধারিত লক্ষ্য মাত্রার ৯৯% অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আইসিটি অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র. নং.	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রম
১.	ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠায় সহায়তা	০৭ টি
২.	জেন্ডার ইকোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ	০৩ টি
৩.	আইসিটি ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	০৫ টি
৪.	মানবসম্পদ উন্নয়ন	০৩ টি
৫.	প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	০৩ টি
	কৌশলগত উদ্দেশ্যর মোট কার্যক্রম	২১টি
	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যর মোট কার্যক্রম	২০টি

২.২.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০১৮-১৯)

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
সরকারি দপ্তরে দক্ষতা, দ্রুত সিদ্ধান্ত ও ইলেকট্রনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৫০০০ জন	৯৭০৫ জন
নারীদের আইটি সেবা প্রদানকারী (Women IT service provider) তৈরী করার লেভেল-১ (৩ মাসের প্রশিক্ষণ) সম্পন্নকরণ	১৫০০ জন	৪০০০ জন
নারীদের আইটি সেবা প্রদানকারী (Women IT service provider) তৈরী করার লেভেল-১ সম্পন্নকারীদের দুই মাসের ইন্টার্নশিপ প্রদান	১০০০ জন	৩২০০ জন
নারীদের ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা (Women freelancer to entrepreneur) হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে লেভেল-১ প্রশিক্ষণ (৩ মাসের) সম্পন্নকরণ	১০০০ জন	৪০০০ জন
নারীদের ফ্রিল্যান্সার থেকে উদ্যোক্তা (Women freelancer to entrepreneur) হিসেবে গড়ার লক্ষ্যে লেভেল-১ প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারীদের দুই মাসের ইন্টার্নশিপ প্রদান	৫০০ জন	৩২০০ জন
নারীদের কল সেন্টার এজেন্ট (Women Call Center Agent) তৈরী করার লেভেল-১ প্রশিক্ষণ (৩ মাসের) সম্পন্নকরণ	১০০০ জন	১৯১৫ জন
নারীদের কল সেন্টার এজেন্ট (Women Call Center Agent) তৈরী করার লেভেল-১ সম্পন্নকারীদের দুই মাসের ইন্টার্নশিপ প্রদান	৫০০ জন	১৫৩২ জন
সারা দেশব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উদ্যাপন	১২ ডিসেম্বর ২০১৮	১২ ডিসেম্বর ২০১৮
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা/ সেমিনার/ ওয়ার্কশপ আয়োজন	৬টি	১৪টি
জেলা ও উপজেলায় উন্নয়ন মেলা আয়োজন	৩১ জানুয়ারী ২০১৯	৪-৬ অক্টোবর ২০১৮
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহারে শিক্ষক/ ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক সভা/সেমিনার	৬৪টি	৬৪টি
মাঠপর্যায়ের কার্যক্রম তদারকীতে ভিডিও কনফারেন্স	১৬টি	১৮টি
ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশনা	৪টি	৪টি
সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	২০০ জন	২৭০ জন
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মাধ্যমে যুবসমাজের কর্মসংস্থানের জন্য আউটসোর্সিং/ ফিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান	২০০ জন	২৫০ জন
ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	৮০%	১০০%
দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক অনলাইন সেবা চালু করা (বি.দ্র.: ৪,১৬১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব/ ক্লাসরুম এর তালিকা সম্বলিত একটি ওয়েবসাইট ও মোবাইল Apps তৈরি করা হয়েছে।)	১০ জানুয়ারি, ২০১৯	০৮ জানুয়ারি, ২০১৯

২.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৮-১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রণীত সকল নির্দেশিকাসমূহ অনুসরণ করে গত ১১/০৭/২০১৮খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া গত ০৫/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহের (৬৪ জেলা) ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এ অধিদপ্তর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার ৯৯% অর্জনকরতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর উলেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নরূপ:

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
নৈতিকতা কমিটির সভা	৪	৪
নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	১০০%
উত্তম চর্চার (Best Practice) তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ	১৫ মার্চ ২০১৯	২ জানুয়ারি ২০১৯
কর্মকর্তা-কর্মচারিদের অংশগ্রহণে নিয়মিত উপস্থিতি বিধিমালা ১৯৮২; সরকারি কর্মচারি (আচরণ) বিধিমালা ১৯৭৯ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা/প্রশিক্ষণ আয়োজন।	১০০ জন	১৫০ জন
জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১০০ জন	১৮০ জন
তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১ এবং জন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) বিধিমালা, ২০১৭ সম্পর্কে কর্মকর্তা-কর্মচারিদেরকে অবহিতকরণ	৩১ মার্চ ২০১৯	২৮ মার্চ ২০১৯
ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে ক্রয় কার্য সম্পাদন	৫০%	৬২%
দপ্তর/সংস্থার শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন/আকস্মিক পরিদর্শন	৪টি	২২টি
শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদাননী তিমালা, ২০১৭' এবং মন্ত্রি পরিষদ বিভাগে ১৩.৩.২০১৮ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৮২২.১৪.০৪২.১৬.০৫৩ নম্বর স্পষ্টীকরণ পত্র অনুযায়ী শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান	১৫ মে ২০১৯	০৯ মে ২০১৯
শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের আনুমানিক পরিমাণ	২লক্ষ	২লক্ষ চৌত্রিশ হাজার দুইশত
আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০১৮-১৯ প্রণয়নের নিমিত্ত কর্মশালা আয়োজন	(প্রণয়নের পূর্বেই অর্জিত হয়েছে)	২৮ মে ২০১৮

২.৪ প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২.৪.১ সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)
মেয়াদ	জুন ২০১৫ - জুন ২০১৯
প্রাক্কলিত ব্যয়	৩৯৯৭৭৭.৭৫ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সকল বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার/ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে কম্পিউটার শিক্ষা বিস্তার, কর্মসংস্থানের সুযোগ, চাকরির দক্ষতা এবং ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
- নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান ও স্থানীয় সাইবার কেন্দ্র/ আইসিটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা;
- রাষ্ট্রীয় কম্পিউটার সেবার মাধ্যমে পিএসসি/পিইসিই (PSC/PECE), জেএসসি (JSC), এসএসসি (SSC) এবং এইচএসসি (HSC) পর্যায়ে মাল্টিমিডিয়া শিক্ষায় উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান;
- ভাষা নির্ভর ফ্রিল্যান্সিং, আউট সোর্সিং এবং অন্যান্য চাকরির যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তি সহায়ক ভাষা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল বিভাগের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন; এবং
- ৬৫টি ভাষা ল্যাব প্রতিষ্ঠা করে ৯টি ভাষা; ইংরেজি (আমেরিকান/ব্রিটিশ/অস্ট্রেলিয়ান) চীনা, কোরিয়ান, জাপানিজ, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মান, আরবি ও রুশ ভাষার উপর প্রশিক্ষণস ফটওয়্যার ও কনটেন্ট তৈরি করে ল্যাবে সরবরাহ করা এবং বর্ণিত ৯টি ভাষার উপর ১০২৪ জন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) উল্যেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সারাদেশে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুসজ্জিত ও উচ্চগতির ইন্টারনেট সুবিধাসম্পন্ন ৪১৭৬টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন (৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব, সৌদিআরবে অবস্থিত বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলসমূহে ১৫টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন এবং১৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপনসহ);
- অতি গুরুত্বপূর্ণ ৯টি বিদেশী ভাষার (ইংরেজী, জাপানিজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী, ফরাসি, চাইনিজ, জার্মানী, স্প্যানিশ) উপর প্রশিক্ষনের নিমিত্ত ভাষাগুরু সফটওয়ার তৈরি;
- সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ১০২৪ জন কে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর সিএসই বিভাগের মাধ্যমে ভাষাগুরু সফটওয়ার ব্যবহার করে ব্যাচভিত্তিক ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহ ব্যবহার করে ১০০০ শিক্ষককে Centre for Research and Information (সিআরআই) এর মাধ্যমে বেসিক আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সারাদেশে ৭০০০ ছাত্র/ছাত্রীকে মাইক্রোসফট অফিসের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং
- শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবসমূহ ব্যবহার করে "প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে ১০৫০০ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২.৪.২ প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT) প্রকল্প
মেয়াদ	জুলাই ২০১৭ - জুন ২০১৯
প্রাক্কলিত ব্যয়	৮১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আইসিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা;
- আইসিটির ইকো-সিস্টেমে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা; এবং
- আইসিটির মাধ্যমে নারীদের স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরী করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২১টি বৃহত্তর জেলার ২১টি সদর উপজেলায় Freelancer to Entrepreneur, IT Service Provider Ges Women Call Centre Agent এ তিন ক্যাটাগরিতে ৫০০জন করে সর্বমোট ১০,৫০০জন নারীকে প্রশিক্ষণ এবং ইন্টার্ণশীপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- তিন লেভেলের ৮ মাস ১২ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণ ও ইন্টার্ণশীপ গত ৩০ জুন, ২০১৯ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে;
- তিনটি লেভেলের ১ম লেভেলে ৩ মাস প্রশিক্ষণ ও ২ মাস ইন্টার্ণশীপ, ২য় লেভেলে ১ মাস প্রশিক্ষণ, ২ মাস ইন্টার্ণশীপ এবং ৩য় লেভেলে ১২ দিনের র‍্যাপ-আপ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়;
- চট্টগ্রাম-সিলেট লটের Women Call Center Agent ক্যাটাগরীটি রি-টেন্ডার হওয়ায় উক্ত লটে ২য় লেভেলের প্রশিক্ষণ জুলাই/২০১৯ মাসে শেষ হয়েছে এবং এ লটের প্রশিক্ষণ অক্টোবর/২০১৯ শেষ হবে;
- সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী অনেক প্রশিক্ষণার্থী এখন সাবলম্বী হওয়ার জন্য উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠেছে এবং ইতোমধ্যে ৫০১জন উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে; এবং
- কর্মসংস্থান হয়েছে ৯১৯জন নারীর।

১২ দিনের র‍্যাপ-আপ প্রশিক্ষণ এর অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী

২.৪.৩ সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহল গুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

(ক) কর্মসূচি পরিচিতি

নাম	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহল গুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ" কর্মসূচি (ICT Trainingand Infrastructure Establishment Program in RecentlyAbolished Enclaves)
মেয়াদ	জুলাই ২০১৮- জুন ২০২০
প্রাক্কলিত ব্যয়	৮০৩.৪ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)

মুজিব-ইন্দিরা স্থল সীমান্ত চুক্তির দলিল বিনিময় (ফটো আর্কাইভ)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌলিক আইসিটির জ্ঞান বিস্তার;
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের তরুণ জনগোষ্ঠীকে হাতে কলমে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা প্রদান;
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইসিটি শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ; এবং
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার জনগণের মাঝে সরকারি বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।

(গ) উল্যেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- আইসিটিতে অনভিজ্ঞ এবং আগ্রহী ৯০০ জন তরুণ/তরুণীকে Basic ICT Literacy প্রশিক্ষণ প্রদান;
- আইসিটিতে ন্যূনতম জ্ঞানসম্পন্ন ৩০০ জন তরুণ/তরুণীকে IT Support Technician বিষয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার ০৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
- সদ্যবিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকায় ০৪ টি সুবিধাজনক স্থানে ডিজিটাল সেন্টার (আইসিটি রিসোর্স সেন্টার) স্থাপন;

ছিটমহল বিনিময়ের পর ছিটমহলবাসীর ঘরে ঘরে পতাকা উত্তোলন

২.৫ দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

(ক) প্রশিক্ষণ (প্রধান কার্যালয়)

প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
ওরিয়েন্টেশন ও মৌলিক অফিস ব্যবস্থাপনা	৩০ জন
ICT and Wireless communication Trends and Convergence	১৫০ জন
Software development management	৫০ জন
সেবা পদ্ধতি সহজিকরণ, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA), জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS)	৮০ জন
পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৮০ জন
অফিস ব্যবস্থাপনা, SDG এবং সুশাসন	৪০ জন
ই-নথি ব্যবস্থাপনা	৯১২ জন
জাতীয় তথ্য বাতায়ন (ওয়েবপোর্টাল) ব্যবস্থাপনা	৯১২ জন
সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	২২৫৪ জন

(খ) দেশেরঅভ্যন্ড়রেপ্রশিক্ষণ (জেলা ও উপজেলাসহ) সার-সংক্ষেপ

- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা ৫৯৬টি (জেলা ও উপজেলাসহ)
- মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর আনুমানিক সংখ্যা ২৫৩৭৪ জন

২.৬ পরামর্শ সেবা

মাঠ পর্যায়ের সরকারী অফিসসমূহে ১২,০০০ জনকে আইসিটি বিষয়ক পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২.৭ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

- ই-স্টোর ম্যানেজমেন্ট ও ই-রিকুইজেশন সফট্ওয়্যারটি ১০০% (V.01) তৈরি হয়েছে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর কর্তৃক সফট্ওয়্যারটি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার শুরু করা হয়েছে;
- আইসিটি অধিদপ্তরের লাইব্রেরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর (V.01) তৈরিও পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার শুরু হয়েছে;
- ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস উপলক্ষে "সোনার বাংলা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ" সেমিনারের আয়োজন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে প্রায় ৫০টি মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন শোকে সিং আয়োজন;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে রবো-ওয়ার আয়োজন;
- অনলাইন প্লাটফরমে উম্মুক্ত রচনা প্রতিযোগিতা আয়োজন;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮ উপলক্ষে ১০টি স্যাটেলাইট টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, টক-শো, থিম সং, টিভিসি, অডিও ভিজ্যুয়াল প্রচার;
- দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিজনেস প্রসেস আউট সোর্সিং বা বিপিও খাতের অবস্থানকে তুলে ধরার লক্ষ্যে গত ২১ ও ২২ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে চতুর্থবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় 'বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৯';
- জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরের (৩য়-৫ম শ্রেণি) প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থী এবং মাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ-১০ম) প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

Bangladesh Computer Council

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল

৩.১ পরিচিতি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) বাংলাদেশ সরকার প্রতিশ্রুত রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভূমিকা পালনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্পঃ ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তথাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে কম্পিউটারকাউন্সিল (বিসিসি) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বিসিসি সরকারি পর্যায়ে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন, আইসিটি শিল্প উন্নয়ন, আইসিটিতে বাংলা ভাষার উন্নয়নমূলক, ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং এবং সর্বোপরি দেশে উদ্ভাবনী ও স্টার্টআপ সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করছে। প্রথমে ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীতে ধাপে ধাপে বিসিসি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সালে জাতীয় কম্পিউটার কমিটি হিসেবে জন্ম লাভ করে। ১৯৮৮ সালে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ডে পরিণত হয়। অতঃপর জাতীয় সংসদের ১৯৯০ সালের ৯নং আইন বলে জাতীয় কম্পিউটার বোর্ড-কে রূপান্তরিত করে ''বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল" নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় যা রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের অধীন পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (পরবর্তী কালে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়)-এর অধীন ন্যস্ত করা হয়। বিগত ডিসেম্বর ২০১১ হতে বিসিসি নব-সৃষ্ট তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত।

৩.১.১ রূপকল্প (Vision):

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বহুমুখী ব্যবহার করে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা

৩.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission):

স্বচ্ছতা, নিরাপত্তার সাথে উন্নতসেবা প্রদান। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা পালন

৩.১.৩ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের প্রধান কার্যাবলি

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার জাতীয় আধার হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ে পরামর্শ ও কারিগরি সেবাপ্রদান;
- ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ও ইন্টার-অপারেবিলিটি ফ্রেমওয়ার্ক উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত মান ও স্পেসিফকেশনস নির্ধারণ;
- সফটওয়্যার টেস্টিং এবং সার্টিফিকেশান;
- ডেটা সেন্টার, পাবলিক সিএ, নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার, সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার পরিচালনা এবং ই-সেবা প্রদানে সাইবার সিকিউরিটি নিশ্চিতকরণে সহায়তাপ্রদান এবং ডিজিটাল ফরেনসিক কার্যক্রম পরিচালনা;
- তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারিক কাঠামো উন্নয়ন এবং আইটি, আইটিইএস শিল্প বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মান উন্নয়ন ও নিশ্চিত করা, নব্য স্নাতকদের স্কিল গ্যাপ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশী নাগরিকগণকে উপযোগী করে গড়ে তোলা;
- তথ্যপ্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক মানের মানব-সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক একাডেমী স্থাপন ও পরিচালনা;
- তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল ও নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নে সরকারকে সহায়তা করা;
- তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সংশিষ্ট সকল সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, সহযোগিতা ও প্রয়োজনে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন।

৩.১.৪ প্রশাসনিক কাঠামো

(ক) পরিচালনা পরিষদ

(১) চেয়ারম্যান
(২) ভাইস-চেয়ারম্যান
(৩) নির্বাহীপরিচালক
(৪) অন্যান্য সদস্য (অন্যূন আট এবং অনধিক দশ জন)

(খ) জনবল

বিসিসি'র বর্তমানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০১ (একশ এক)টি এবং নতুন সৃজনকৃত পদের সংখ্যা ১৬৪ (একশ চৌষট্টি)টিসহ মোট পদ সংখ্যা ২৬৫ (দুইশ পয়ষট্টি)টি। বর্তমানে বিসিসি'তে কর্মরত জনবলের সংখ্যা ৮৪+১ [নতুন কাঠামো]=৮৫ (পঁচাশি) জন। প্রস্তাবিত নতুন জনবল কাঠামোতে রাজস্বখাতে ১৬৪ (একশ চৌষট্টি)টি পদের অনুমোদন পাওয়া গেছে, যার নিয়োগ বিধি অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন।

অনুমোদিত জনবল				কমরত জনবল				শূন্য পদের বিবরণ					সর্বমোট	
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
৪৮	০১	২৯	২৩	৪১	০০	২৫	১৯	৮	১	৪	৪	১০১	৮৫	১৭

(গ) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১৭৩.৬০	১১০.৯৩৩	৬৩.৯০%
উন্নয়ন	১০৮৮.৩৭	৭৬৭.৯৯৮৮	৭০.৫৬%

৩.৩ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এর মধ্যে গত ১১.০৬.২০১৮ তারিখে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বিসিসি'র বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রধান ৪টি স্তম্ভ (কানেক্টিভিটি, ডিজিটাল সরকার ব্যবস্থা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইটি শিল্প উন্নয়ন) এর উপর ভিত্তি করে ২৫টি কার্যক্রম ও ২৮টি কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৬টি কার্যক্রম অর্জিত হয়। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

ক্র: নং:	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীতকার্যক্রম
১	ডিজিটাল অবকাঠামো স্থাপন/উন্নয়ন	৬টি
২	ই-গভর্নমেন্ট বাস্তবায়ন	১০টি
৩	তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের প্রসারে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন	৫টি
৪	গবেষণা ও উন্নয়ন	২টি
৫	তথ্যপ্রযুক্তি পেশাজীবীদের Skill Standard নির্ধারণ	২টি

৩.৩.১ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তির উল্লেখ্যযোগ্য অর্জন (২০১৮-১৯)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার হতে সরকারি দপ্তরে স্থাপিত নেটওয়ার্ক মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৩০০০ টি দপ্তর	১৩০৮১টি দপ্তর	ইনফো-২ এর মাধ্যমে সংযোগকৃত সরকারি অফিস বিসিসিতে স্থাপিত NOC এর আওতায় মনিটরিং ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে।
২	Video Conference System এর মাধ্যমে বিসিসি হতে কেন্দ্রিয়ভাবে Multi Conference পরিচালনা	২০০ টি	৩৪৪ টি	প্রধানমন্ত্রীর সাথে সরকারি বিভিন্ন কার্যালয়ের ভিডিও কনফারেন্সিং এ কারিগরি সহায়তা প্রদান
৩	ইউনিয়ন পর্যায়ে কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন	১১০০ টি ইউনিয়ন	১৪৮৩ টি ইউনিয়ন	
৪	আইসিটি টাওয়ারে Visitor এর জন্য অনলাইন পাশ সিস্টেম চালুকরণ	৩০.০৪.২০১৯	২৭.১২.১৮	
৫	National Enterprise Architecture (NEA) এর সেবা সম্প্রসারণ	৪টি নতুন সেবা চালুকরণ	৪টি নতুন সেবা চালুকরণ	ক) iOS এর জন্য বকচেইনা alidation App তৈরী খ) BOESL এর জন্য HRM সফটওয়্যারতৈরী গ) জন্মমৃত্যুনিবন্ধন সিস্টেমটি NEA সার্ভিস বাসের সাথে সংযুক্ত ঘ) e-Recruitment System IBKIICT TMS সিস্টেমের সাথে বকচেইন ইন্টিগ্রেশন
৬	সরকারিই-মেইল সেবাযানূতনই-মেইল ID তৈরী করণ	৩০০০ টি	১০৬৪৪ টি	
৭	ডেটাসেন্টারের ক্লাউড এনভায়রনমেন্টে সেবা প্রদান	৬০ টিপ্রতিষ্ঠান	৭৮ টি প্রতিষ্ঠান	
৮	সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন সেন্টার শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারি পর্যায়ে উন্নয়ন কৃত সফটওয়্যারসমূহের মান পরীক্ষা	৫ টি সফটওয়্যার	১৯টি সফটওয়্যার	
৯	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে সরকারি পর্যায়ে পরামর্শ সেবা	৯০ টি দপ্তর	১১০ টি দপ্তর	
১০	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজ অর্ডার (NDD) সহসব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ	২০৩০ জন	৯০১ জন	
১১	প্রতিবন্ধীব্যক্তির কর্মসংস্থানে চাকুরী মেলা আয়োজন।	১ টি	১ টি	
১২	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩২৭০ জন	৭০১১ জন	
১৩	iDEA: Innovation Design and Entrepreneurship Academy (উদ্ভাবন পরিকণ্পনা এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যম STARTUP/IDEA/PROJECT কে অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং Mentoring	৮০ টি Startup	৮০ টি Startup	
১৪	Skill Standard নির্ধারণের জন্য ITEE পরীক্ষা গ্রহণ	৯০০ জন	৯৩৮ জন	

৩.৪ জাতীয় শুদ্ধাচারকৌশল বাস্তবায়নে ২০১৮-২০১৯ সালের কর্ম পরিকল্পনা

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথা সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিসিসি ও আওতাধীন ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে বিসিসি'র ওয়েবসাইট সর্বদা হালনাগাদ রাখা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সকলের আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা-২০১৭ অনুসরণ পূর্বক বিসিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

৩.৫ বিসিসি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৩.৫.১ লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (LICT) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	লেভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (Leveraging Information and Communications Technologies (ICT) for Growth, Employment and Governance) প্রকল্প	
মেয়াদ	ফেব্রুয়ারি ২০১৩ - জুন ২০১৯	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২৩.৪৩ লক্ষ টাকা
	বৈদেশিক সাহায্য (বিশ্ব ব্যাংক ঋণ)	৭৭৫৭১.০০ লক্ষ টাকা
	মোট	৭৯৮৭৫.৪০ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আইটি/আইটইএস শিল্পের উন্নয়ন করা;
- দক্ষ জনবল তৈরি করা (ত্রিশ হাজার প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা);
- ডাটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সাইবার ইনসিডেন্ট রেসপন্স টিম (সার্ট) গঠন করা;
- ন্যাশনাল ডিজিটাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার তৈরি করা;
- সরকারি কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- সাইবার অপরাধ দমন টিম গঠন করা; এবং
- আইসিটি নিভ্র ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১৫১২ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৪৬৪৩ জনকে চাকরি প্রদান করা হয়েছে;
- ১৬৮ জন মধ্যমস্তরের কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪৭ জন সিএক্সও লেভেলের কর্মকর্তার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- CEO Outreach-এর আওতায় বিদেশী কোম্পানি সমূহের অফসোর ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন, যৌথ উদ্যোগে ব্যবসায় স্থাপন বা বৈদেশিক বিনিয়োগ আনয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার Marketing & Communication কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;

- বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে ৩টি চাকরি মেলা ও ৬টি ক্যারিয়ার ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে;
- ডাটা সেন্টারের প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ কাজ করা হয়েছে;
- ডেকোরেশন এবং জেনারেটরের কাজ করা হয়েছে;
- ডাটা সেন্টারের নিরবচ্ছিন্ন রক্ষণাবেক্ষণ সেবা প্রদান করা হয়েছে;
- Cloud Computing Platform এর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- Hyper Converged Infrastructure IAnti-DDoS এর স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- Mainstreaming of National Data Center এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- সাইবার অপরাধ দমন টিম গঠন করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ ই-গভ সার্ট এর ইন্সিডেন্ট রেসপন্স সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ সরকারের জন্য সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক কৌশল প্রণয়ন এবং মূল্যায়ন করা হয়েছে;
- ক্রিটিক্যাল অবকাঠামোগুলোতে সাইবার সেন্সর স্থাপন করা হয়েছে;
- Establishment of Cyber Defense Training Center at BCC (সাইবার রেঞ্জ) স্থাপন করা হয়েছে; এবং
- আর্থিক অগ্রগতি: ৮৮.৬৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ১০০%।

৩.৫.২ ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন (Establishment of IV Tier National Data Center) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৫ - জুন ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৪০০১৯.৭০ (লক্ষ টাকায়)
	বৈদেশিক সাহায্য	১১৯৯৩৫.৯৭ (লক্ষ টাকায়)
	মোট	১৫৯৯৫৫.৬৭ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ডেটা সেন্টারের মূল অবকাঠামো নির্মাণ;
- যন্ত্রপাতি আমদানি ও স্থাপন;
- ডেটা সেন্টার পরিচালনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ;
- সকল কম্পনেন্ট ইন্সটলেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন ও অপারেশন।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- অবকাঠামো নির্মাণ : ১০০% (সমাপ্ত);
- যন্ত্রপাতি আমদানি : ১০০% (সমাপ্ত);
- প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা : ১০০% (সমাপ্ত);
- ইনস্টলেশন, ইমপ্লিমেন্টেশন ও অপারেশন : ১০০% (সমাপ্ত);
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৯৬.৫২%;
- ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ৯৯.৫০%।

ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান হাল চিত্র

বিগত ০৫ মার্চ, ২০১৯ খ্রি: তারিখ Uptime Institute এর দ্বিতীয় সার্টিফিকেট অর্জন

৩.৫.৩ ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফো সরকার) প্রকল্প	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭ - জুন ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৮১২০৬.৭৬ (লক্ষ টাকায়)
	বৈদেশিক সাহায্য	১২২৭৪১.৪৯ (লক্ষ টাকায়)
	মোট	২০৩৯৪৮.২৫ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন;
- ৬৩ টি জেলা ও ৪৮৮ টি উপজেলার মধ্যে Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) নেটওয়ার্ক স্থাপন;
- ১০০০টি পুলিশ অফিসে Virtual Private Network (VPN) সংযোগ প্রদান;
- বিদ্যমান ব্যাকবোন নেটওয়ার্ক এর ক্ষমতা বৃদ্ধি;
- নেটওয়ার্ক তদারকি এবং ব্যবস্থাপনার জন্য Network Monitoring System (NMS) প্রতিষ্ঠা;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক তরুণ জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১৮৯৭৫ কি.মি.অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;
- ৬৩৬ টি ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক যন্ত্রপাতি স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে;
- ১৪৮৩ টি ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক মনিটরিং সিস্টেমে সংযোগ করা হয়েছে;
- ইতোমধ্যে ২৬০০ ইউনিয়ন এর মধ্যে ২,০০৪ টি ইউনিয়নে WiFi Router স্থাপন করা হয়েছে;
- ৯৯৬টি পুলিশ অফিসে VPN কানেক্টিভিটি সম্পন্ন হয়েছে;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৫.৪২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৬%।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ৩৫টি জেলার ১১০০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ উদ্বোধন (১ নভেম্বর ২০১৮)

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইনফো-সরকার ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ১০টি জেলার ৩২০০টি ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ উদ্বোধন (রবিবার, ৫ আগস্ট ২০১৮)

৩.৫.৪ ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়ন (Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh) প্রকল্প	
মেয়াদ	ফেব্রুয়ারী ২০১৬ - ডিসেম্বর ২০১৯	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমান
	জিওবি	৩৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়)
	বৈদেশিক সাহায্য	২৫০০.০০ (লক্ষ টাকায়)
	মোট	২৮৫৭.১৭ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্লান প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;
- দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের ই-গভর্ণমেন্ট বাস্তবায়ন অভিজ্ঞতা শেয়ারিং এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধি করা;
- বাংলাদেশে ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার পান বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন;
- ৫২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ, ৬৮টি অধিদপ্তর/সংস্থা-কে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার ফ্রেমওয়ার্ক এর আওতায় আনার জন্য আইসিটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন;
- প্রশিক্ষণ/সক্ষমতা উন্নয়ন;
- প্রকল্পের আওতায় PIU (Project Implementation Unit) এর জন্য জনবল নিয়োগ, মাইক্রোবাস এবং ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ;

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ডিজিটাল বাংলাদেশের জন্য ই-গভর্ণমেন্ট মাস্টার প্লান প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে;
- পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট এর কাজ শেষ হয়েছে যা গত ২০-২৪ জানুয়ারি ২০১৯ সময়ে কোরিয়ান ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৌরসভা প্রতিনিধিদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়েছে।
- গত ২৭/০২/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বিসিসি কনফারেন্স রুমে পৌরসভা প্রতিনিধিগণকে নিয়ে 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম' এর ইউজার প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। গত ৩-৫ মার্চ ২০১৯ ফরিদপুর পৌরসভায় ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও টুঙ্গিপাড়া পৌরসভার ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- মোট ১৭জন কর্মকর্তাকে দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ০৫ (পাঁচ) টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে যেখানেপ্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিপ্রায় ৭২.৫৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৮৫%।

২৫ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রকল্পের আওতায় চূড়ান্তকৃত খসড়া করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, জো হেন-জু, কান্ট্রি ডিরেক্টর, কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা) বাংলাদেশ অফিস।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি: তারিখ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এর সভা কক্ষে আয়োজিত উজার ট্রেনিং অন 'ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট' অনুষ্ঠানে ১০টি পৌরসভার প্রতিনিধিদের হাতে কম্পিউটার সামগ্রী তুলে দেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম।

৩.৫.৫ বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপিপ্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি:

নাম	বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৩৪০৫.০৭ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা মূলক ই-গভর্নমেন্ট পদ্ধতি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা;
- সহজলভ্য যথোপযুক্ত প্যাটফর্ম ব্যবহার করে পরিকল্পনা বিভাগ ও আইসিটি বিভাগের রিসোর্সসমূহের জন্য একটি ইআরপি সল্যিউশন তৈরী করা যা পরবর্তীতে সরকারের অন্য সকল অফিসেও ব্যবহার করা যায়;
- ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে স্থানীয় আইসিটি শিল্পের দক্ষতাবৃদ্ধি/ উন্নয়ন করা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- Event and Meeting Management এবং Inventory মডিউলের ডেভলপমেন্ট ও ডেপলয়মেন্ট সম্পন্ন হয়েছে;
- Procurement Ges Asset Management মডিউলের ডেভলপমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে;
- Budgeting, Human Resource Management, Accounts, Audit এবং Project Management and Monitoring মডিউলের SRS ও SDD সম্পন্ন হয়েছে। এর উপর পর্যালোচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতিপ্রায় ৪০.০৯% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৫০%।

Event and Meeting Management Moudule এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক এর সাথে পরামর্শক ও প্রতিনিধিগণের মতবিনিময় সভা।

৩.৫.৬ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ (Innovation Design and Entrepreneurship Academy- iDEA) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২২৯৭৩.৮৬ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশে একটি উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম এবং উদ্যোক্তা বান্ধব সংস্কৃতি তৈরি;
- উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা একাডেমীপ্রতিষ্ঠাকরণ এবং ২০০ উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদন;
- একটি টেকসই উদ্ভাবন ইকোসিস্টেম তৈরি;
- প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন;
- মেধা সম্পদ সংরক্ষণ এবং সংযোগ তৈরি;
- তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- আইডিয়া সনাক্তকরণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিকাশ এর লক্ষে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপরেখা তৈরি;
- বাংলাদেশের উদ্ভাবনী সংস্কৃতিকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপপ্রদান;
- উদ্ভাবনের বানিজ্যিকিকরণ এবং ব্রান্ডিং এ সহায়তাপ্রদান।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২৬ জুলাই ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ আইসিটি টাওয়ার এর ১৫ তলায় প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী উদ্বোধন করেন;
- Startup Bangladesh Ltd. কোম্পানি গঠনের প্রস্তাব সচিব কমিটির মতামতের ভিত্তিতে সংশোধন করে মন্ত্রিপরিষদে প্রেরণ করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় ৩৮২৮ জন স্টার্ট আপকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- প্রকল্পের মার্কেটিং প্রমোশনের আওতায় ৪০ টি পাবলিক/প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিভার্সিটি এক্টিভেশন প্রোগ্রাম করা হয়েছে;

২৬ জুলাই ২০১৯ খ্রি: তারিখে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজবী ওয়াজেদ আইসিটি টাওয়ার এর ১৫ তলায় প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন

- সিলেকশন কমিটি

  ক) মোট ৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে (স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ প্রোগ্রামসহ)। সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৬ মে' ২০১৯। শেষ সভায় ১১টি স্টার্ট আপকে সিলেক্ট করা হয়েছে;

  খ) কমিটি কর্তৃক ৯০ টি স্টার্টআপকে বাছাই করে মোট ৮,৩০,০০,০০০ (আট কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে;

  গ) প্রথম কিস্তিতে ৭৮টি স্টার্টআপকে ৪৩২.৫০ লক্ষ (চার কোটি বত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে;

  ঘ) সিলেকশন কমিটিকর্তৃক ২টি Growth Stage কোম্পানিকে ৭,৩০,০০০,০০ (সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ) টাকা ইকুইটি ইনভেস্টমেন্টের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

- পারফর্মেন্স মনিটরিং কমিটি

  ক) মোট ০৩ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮ মার্চ ২০১৯;

  খ) ২য় সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১৫ টি স্টার্টআপকে ২য় কিস্তিতে ৩৮,০০,০০০ (আটত্রিশ লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.৫.৭ গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	১৫৮৯৬.৬৯ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে গোবাল প্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠা করা;
- আইসিটি সহায়ক বাংলা ভাষার বিভিন্ন ফিচার প্রমিতকরণ;
- বাংলা কম্পিউটিং এর জন্য টুলস, টেকনোলজিস ও বিষয়বস্তু উন্নয়ন;
- আইসিটি ক্ষেত্রে বাংলা সমৃদ্ধকরণ ও আধুনিকায়নের নিমিত্ত পরীক্ষা, জরিপ এবং গবেষণা পরিচালনা করা;
- বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিমাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সফটয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে বাংলা ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। একই সঙ্গে ভ্যালুয়েবল রিসোর্স তৈরির মাধ্যমে বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানে (যেমন জাতিসংঘ) বাংলা ভাষার স্থান/র‍্যাংককে আরো উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ২টি কম্পোনেন্টের সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ৪টি কম্পোনেন্টের চূড়ান্ত মূল্যায়ন শেষে পুনরায় EoI আহবান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২টি কম্পোনেন্টের EoI মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে, ১টি কম্পোনেন্টের পুনরায় EoI আহ্বান করা হয়েছে এবং অপর ১টি কম্পোনেন্টের EoI মূল্যায়ন শেষ হয়েছে এবং RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে;
- ২টি কম্পোনেন্টের RFP মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ৩টি কম্পোনেন্টের RFP ইস্যুপ্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- ২টি কম্পোনেন্টের Terms of Reference (ToR) অনুমোদনের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে;
- সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ২টি কম্পোনেন্টের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৪.১৯% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪.৬৪%।

৩.৫.৮ সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	সফটওয়্যার কোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ, পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬-জুন ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২৫২৫.৫৫ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সফটওয়্যারের গুণগত মান পরীক্ষা এবং সার্টিফিকেশন কেন্দ্র স্থাপন;
- সরকারি দপ্তর সমূহের উন্নয়নকৃত সফটওয়্যার সিস্টেমের মান যাচাই;
- প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার স্থাপন এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে সফটওয়্যার টেস্টিং শিল্পকে উন্নতকরণ ও এতদ সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)-কে সহায়তা করা;
- প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে টেস্ট অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, পারফেরমেন্স টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, সিকিউরিটি টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, মোবাইল টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার, টেস্ট ম্যানেজার ইত্যাদি দক্ষ জনবল উন্নয়ন;
- সফটওয়্যার টেস্টিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেল (এসডিএলসি) সফটওয়্যার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট এবং এজাইল প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বিগত ২৬ জুলাই, ২০১৮ খ্রিঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা করণ ও সার্টিফিকেশন সেন্টার উদ্বোধন করেন;
- আন্তর্জাতিক TMMI Level-3 সার্টিফিকেশন অর্জন করা হয়েছে;

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ কর্তৃক সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষাকরণ ও সার্টিফিকেশন সেন্টার উদ্বোধন (বৃহস্পতিবার, ২৬ জুলাই, ২০১৮)।

- ০৯ জন কর্মকর্তা Certified Mobile App Test Automation, Certified Mobile App Performance Testing, EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) এবং EC-Council Certified Security Analyst (ECSA) উপর প্রশিক্ষণও সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে;
- ১৬টি ওয়েব এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ও ৩টি মোবাইল এ্যাপস এবং ০৯ আইটি হার্ডওয়্যার টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়েছে।
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ৯৮.৫৯ % এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ১০০%।

৩.৫.৯ ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী প্রকল্প	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭- ডিসেম্বর ২০১৯	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৪৪৬.০০ (লক্ষ টাকা)
	প্রকল্প সাহায্য:	১৬১১.৭০ (লক্ষ টাকা)
	মোট	২০৫৭.৭০ (লক্ষ টাকা)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মহেশখালী দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- উচ্চগতির ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্বীপের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তথ্য ও জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে জনসেবার মান উন্নয়ন;
- উচ্চ-গতির তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহেশখালীর সুনির্দিষ্টকৃত জনগণের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যে প্রবেশাধীকারের মাধ্যমে জ্ঞান উন্নয়ন;
- সুনির্দিষ্টকৃত সেবা প্রদানকারী ও সেবা গ্রহণকারীগণের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে আইসিটি ব্যবহারে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- শহর ও দ্বীপাঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবধান কমিয়ে আনা;
- দ্বীপের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিকূল অবস্থায় অনিয়মিত অভিবাসন হ্রাস করা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সমাজসেবা অধিদপ্তরে ব্যবহৃত জাতীয় কারিকুলাম অনুযায়ী আইল্যান্ডের যুব সম্প্রদায়ে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিদিন আনুমানিক ৩০ জন মানুষ কমিউনিটি ক্লাব এর কম্পিউটার, ইন্টারনেট, এবং ছোট আকারের সভা অনুষ্ঠানের জন্য কমিনিটি স্পেস ব্যবহার করে থাকে;
- প্রকল্পের আওতায় মহেশখালীতে একটি ৫০ মিটার উচ্চতার Self-Supported নতুন মাইক্রোওয়েভ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে;
- ২ সেটব্যাক আপব্যাটারী ও২টি রেক্টিফায়ার সংগ্রহ ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ১০টি সরকারি স্কুলে ৩টি করে ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৩টি কম্পিউটার টেবিল ও ৬টি চেয়ার প্রদান করা হয়েছে। ১০টি স্কুলে আর একটি করে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রস্তুত করে দেয়া হয়েছে;
- মহেশখালীতে হেলথ্ কমপেক্স-এ ১৬টি ক্যামেরা সহ CCTV ইনস্টল করে দেয়া হয়েছে;
- কৃষকের উৎপাদিত পন্য এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত পন্যের মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যই-কমার্সসেবা প্রদান করা হচ্ছে;
- গত ০২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে স্থানীয় ট্যুরিস্টদের লক্ষ্য করে বাণিজ্যিকভাবে ই-বিজনেস সেন্টার চালু করা হয়;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি প্রায় ৯৪.১৬% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯২%।

৩.৫.১০ তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজ অর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২৪৮৬.৮৮ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কণ্ঠ এবং ইশারা ভাষার নির্দেশনা সহ আইসিটিপ্রশিক্ষণ এর জন্য বিশেষায়িত অডিও এবং ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরী;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষায়িত এবং অভিগম্য একটি জাতীয় ই-লার্নিং পাটফর্ম তৈরী করা, যেখানে আইসিটি প্রশিক্ষণ এর জন্য কণ্ঠ এবং ইশারা ভাষা সহ অডিও-ভিডিও টিউটোরিয়াল থাকবে;
- ই-লানিং পাটফর্মে চাকুরীদাত ও গ্রহীতাদের জন্য একটি জব পোর্টাল অর্ন্তভূক্ত থাকবে। প্লাটফর্মটির কিছু লিংক ব্যবহার করার জন্য একটি মোবাইল এ্যাপস তৈরী;
- বিসিসির ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য ৭টি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা;
- রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে ২৮০ জন এনডিডিসহ মোট ২৮০০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এছাড়াও ১৪০ জন মাষ্টার ট্রেইনার ও দেশের ৭০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স এর অধীনে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে ২১০জন হেলথ এ্যালাইড প্রফেশনাল, ৩৫০ জন কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট এক্সপার্ট ও ৭০০ জন শিক্ষককে ডিজ্যাবিলিটি ওরিয়েন্টেশন প্রশিক্ষণ দেয়া;
- প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে আইটি এবং অন্যান্য সেক্টরে চাকুরী দেয়া এবং ফ্রিল্যান্সার হিসেবে আউটসোর্সিং কাজে প্রশিক্ষণ সহায়তা দেয়া; এবং
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে আইসিটিকে জনপ্রিয় করার জন্য সারাদেশে ব্যাপকভিত্তিক প্রচার-প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

(গ) উলেখ্যযোগ্যকার্যক্রম ওবাস্তবায়ন অগ্রগতি

- বিসিসি'র ৬টি আঞ্চলকি র্কাযালয়ে আইসিটি রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- ৭০০ জনকে "Introduction to Computer and Application Packages " র্কোসে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে যার মধ্যে পুরুষ প্রশিক্ষণাথী ৪৮৫ জন ও মহলিা প্রশিক্ষণার্থী ২১৫ জন;
- এপ্রিল ২০১৯ মাসে অনুষ্ঠতি চাকুরী মেলায় প্রাথমকিভাবে ৩৮৩ জনরে একটি সংক্ষপ্তি তালিকা চাকুরীদাতা প্রতিষ্ঠানদের থেকে পাওয়া যায়;
- আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ৭ জন প্রশিক্ষক (আইটি) এবং ৭ জন এনডিডি প্রশিক্ষক কাম পেসমেন্ট অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে এবং তাদেরকে ৭ দিনের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

আইসিটি রিসোর্স সেন্টারর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ উদ্বোধন।

- বিসিসি'র ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত আইসটি রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে এবং রংপুরে ধাপ সাতগাড়া বিএম মডেল কামিল মাদ্রাসায় স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে সমাজসেবা অধিদপ্তর, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং বিসিসি/প্রকল্প এর কর্মকর্তাসহ মোট ১০১ জন মাস্টার ট্রেনিং প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ২৭.৩২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ৩২%।

৩.৫.১১ ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	ডিজিটাল সিলেট সিটি প্রকল্প	
মেয়াদ	নভেম্বর ২০১৭-জুন ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৩০২০.০০ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিলেটবাসীদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন;
- জনগণের দোর গোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছে দেয়া;
- ২০ (বিশ)টি সরকারি স্কুল ও মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন;
- সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ১০টি ই-সেবা চালুকরণ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক সিলেটের কোতওয়ালী থানায় স্থাপিত "আইপি ক্যামেরা বেজড সার্ভেল্যান্স সিস্টেম" এর কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন।

"পাবলিক ওয়াইফাই জোন" এর ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সিলেট জেলায় IP Camera based surveillance Facility স্থাপন;
- কক্সবাজার ও সিলেট জেলায় Public Wi-Fi zone স্থাপনের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান;
- প্রকল্পের আওতায় জীপ গাড়ি ক্রয়;
- পিআইইউ এর জন্য কম্পিউটার ও আনুসাঙ্গিক যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র ক্রয়;
- প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক হিসেবে একজন আইটি স্পেশালিস্ট ও একজন প্রজেক্ট এসোসিয়েট নিয়োগ;
- প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যরের ToR (Terms of Reference) উন্নয়ন;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ১৬.৮৮ %এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ১৫% ।

৩.৫.১২ জাপানিজ আইটিসেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	
মেয়াদ	অগাস্ট ২০১৭ এপ্রিল ২০২১	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৬১৭.৩৪ (লক্ষ টাকায়)
	বৈদেশিক সাহায্য	৩৮৫৭.৬৮ (লক্ষ টাকায়)
	মোট	৪৪৭৫.০২ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বাংলাদেশের আইসিটি পেশাজীবীদের ব্র্যান্ড ইমেজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বৃদ্ধি করা;
- জাপানিজ আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে দক্ষ আইসিটি জনবল তৈরী করা;
- আইসিটি পেশাজীবীদের জাপান ও বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- জাপানি আইসিটি মার্কেটের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি এর সহযোগিতায় একটি রোল মডেল প্রণয়ন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও TEE পরীক্ষার কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- ITEE পরীক্ষায় পাসের হার সর্বোচ্চ করার লক্ষ্যে ITEE পরীক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা করা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১৬১ জনকে জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ITE উপরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৪ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ৫ দিনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ এবং ৩১৩ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ৮ দিনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ITEE পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাপানিজ প্রফেসর এর সহায়তায় ২৮৪ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ২ দিনের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ২০০ জন ITEE পরীক্ষার্থীকে ১ দিনের ব্রিফিং সেশন প্রদান;
- ITEE পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের BASIS Soft Expo ২০১৯এ সম্বর্ধনা (ITEE Passers' Celebration) প্রদান;
- ১০০০ জন ITEE পরীক্ষার্থীর জন্য ITEE পরীক্ষার ৬টি মডেল টেস্ট বুয়েটে বিভিন্ন সময় আয়োজন;
- ITEE পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নকারীদের নিয়ে কক্সবাজারে ৩ দিনব্যাপী Question Formulation Meeting আয়োজন;
- বুয়েটের সিএসই বিভাগের ৩০ জন শিক্ষককে নিয়ে ITEE বিষয়ক মোটিভেশনাল সেশন আয়োজন;
- বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, আইটি ইন্ডাস্ট্রি ও সরকারী প্রতিষ্ঠানরে ৫০ জনকে বাংলাদেশে ITEE বিষয়ক TOT প্রশিক্ষণ এবং ০৬ জনকে জাপানে প্রশিক্ষণ প্রদান;

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব এন এম জিয়াউল আলম সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদেরকে B-JET Certificate প্রদান করেন।

- ITEE পরীক্ষা সংক্রান্ত ২টি সেমিনার বেসিসে, ৮টি সেমিনার বেসিসের সদস্য ৮টি কোম্পানীতে ও ১২টি সেমিনার ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজন;
- ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ITEE পরীক্ষার উপর অন-ক্যাম্পাস প্রচারণা/ক্যাম্পেইন;
- কর্ম সংস্থান: জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ ১৬১ জনকে প্রদান করা হয় এবং ১৫৫ জন উক্ত প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এদের মধ্যে ১১৮ জনের কর্ম সংস্থান জাপানে প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৭ জনের কর্ম সংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশী কোম্পানীতে করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মধ্যে কর্ম সংস্থানের হার ১০০%;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: ২২.৩২% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ২৫%।

৩.৫.১২ বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসী সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	
পময়াদ	মার্চ ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	১১৬৩১.০০ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সরকারি কাজে তথ্যপ্রযুক্তির নিরাপদ ব্যবহার উৎসাহিত করা;
- সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ডিজিটালকরণে সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সরকারকে সাইবার ঝুকির বিষয়ে নিয়মিত অবগত রাখা;
- সরকারি দপ্তর সমূহে আইটি এবং সাইবার সিকিউরিটি শৃঙ্খলাকে উন্নীত করা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- নিরাপদ ইমেইল সার্ভিসের জন্য প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করে জাতীয় ডাটা সেন্টারে deploy করা হয়েছে;
- প্রয়োজনীয় ই-মেইল সার্ভিস পাটফর্ম ইতমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তার টেস্টিং কাজ চলমান রয়েছে। জুলাই ২০১৯ এর মধ্যেই নিরাপদ ইমেইল সার্ভিস উদ্বোধন করা হবে;
- আর্থিক অগ্রগতি: ৩৯.৯৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৬৫%।

৩.৫.১৩ দূর্গম এলাকায় তথ্য প্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের পরিচিতি

নাম	দূর্গম এলাকায় তথ্যপ্রযুক্তি নেটওয়ার্ক স্থাপন (কানেক্টেড বাংলাদেশ) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০১৯	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৪৭৬০৭.১০ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- ৭৭২টি ইউনিয়নে নেটওয়ার্ক সংযোগ স্থাপন;
- National ICT Policy ২০১৫ বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ই-সেবা প্রদানে নেটওয়ার্ক অবকাঠামে উন্নয়ন;
- ৭৭২টি ইউনিয়নের সকল স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসা, গ্রোথ সেন্টার, টেলিকম অপারেটর সাইট ইত্যাদি স্থানে নেটওয়ার্ক সংযোগ প্রদান;
- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি)-এর নেটওয়ার্ক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
- দূর্গম এলাকায় জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবাসমূহ পৌঁছানোর অবকাঠামো সৃষ্টি;
- আইসিটি ব্যবহারের মাধ্যমে ই-কমার্স, ই-সার্ভিস, টেলিমেডিসিন প্রসারে সহযোগিতা করা;
- ৭৭২টি ইউনিয়নে ডিজিটাল বৈষম্য দূরীকরণ;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে ইন্টারনেট সংযোগ পৌঁছে দেয়া;

(গ) উলেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রকল্প ৩ (তিন) জন কনসালটেন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮(আট) জন কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়ে ২৭/০৬/১৯ তারিখে মূল্যায়ন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে;
- সাইটসার্ভের (ঢাকা, ময়মনসিংহ সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ) রির্পোট দাখিলের পর্যায়েআছে;
- সাইটসার্ভের (বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) এর টেন্ডার পুনঃ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত আছে;
- ৩৫ (পয়ত্রিশ) জন সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- আউট সোর্সিং নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে;
- ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি: .১১ % এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি: ৮%।

৩.৬ দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

(ক) নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: বিসিসি'র বিকে আইআইসিটি ইনস্টিটিউট ও ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে এ পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্সে ২৯১৯ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ: দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজ অর্ডারসহ সবধরণের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ পযন্ত ৭০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

(গ) Leveraging ICT প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ: এপ্রকল্পের আওতায় এপর্যন্ত সর্বমোট ৩৩,৫৬৪ (তেত্রিশ হাজার পাঁচ চৌষট্টি) জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ১১,১৩১ (এগার হাজার একশ একত্রিশ) জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৫১২ (পনের'শ বার) জনের Fast Track Future Leader প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে যার মধ্যে ১৪৭১ (চৌদ্দ'শ একাত্তর) জনকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আইটি প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যম স্তরের ৬৪২ (ছয়'শ বিয়ালিশ) জন কর্মকর্তাদেরকে আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।যার মধ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ১৬৮ (এক'শ আটষট্টি) জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

(ঘ) জাতীয় উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন: জাতীয় উন্নয়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা উন্নয়নে বিসিসি Office Applications & Unicode Bangla under WID কোর্স পরিচালনা করছে। বিসিসি জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক ট্রেনিংসেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভেলপমেন্ট (ইউএন-এপিসিআইসিটি) এর সহযোগিতায় Women IT Frontier Initiative (WIFI) নামে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ২০১৭ সাল হতে চালু করেছে। একর্মসূচির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫৯১জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;

(ঙ) প্রশিক্ষণ: জাপানিজ ভাষা, বিজনেস কালচার ও আইটি এর উপর ৩ মাস মেয়াদীপ্রশিক্ষণ ১৬১ জনকে প্রদান করা হয় এবং ১৫৫ জন উক্ত প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এদের মধ্যে ১১৮ জনের কর্ম সংস্থান জাপানে প্রদান করা হয়েছে এবং ৩৭ জনের কর্ম সংস্থান জাপান-বেইজড বাংলাদেশী কোম্পানীতে করা হয়েছে। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের মধ্যে কর্ম সংস্থানের হার ১০০%।

(চ) Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC): বাংলাদেশে ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়েছে। জাপানরে সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) পরচিালনা করা হয়। IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৭৪০ জনের রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন, ৯৩৮জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে এবং ১২৭জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

(ছ) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন: ই-জিপি সিস্টেমের PE-দের উপর শীর্ষক প্রশিক্ষণে ২৩ জন কর্মকর্তা ও ১৩ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিসিসি'র ১০ জন কর্মকর্তা ও ৫ জন কর্মচারীকে ই-নথিতে পত্র জারি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Office Management বিষয় এর উপর ১৫ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Fundamental Training on Public Procurement Rules শীষক প্রশিক্ষণে ২০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭ পরামর্শ সেবা

দেশের সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কার্যপদ্ধতি আরো উন্নত ও গতিশীল করতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যন্ত সহায়ক। বিগত কয়েক বছরে সরকারি পর্যায়ে কম্পিউটারায়ন কার্যক্রমে গতি সঞ্চারের জন্য এ পদক্ষেপ অত্যন্ত সময়োপযোগী। সরকারি বিভাগ ও সংস্থাসমূহে এ কার্যক্রমকে সফল করে তোলার জন্য বিশেষজ্ঞ এবং তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কম্পিউটারায়ন বিষয়ে এ সকল বিভাগ ও সংস্থাকে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পরামর্শ ও সেবা দিয়ে থাকে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, সংসদ সচিবালয়, ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি অফিস/সংস্থা সহ ১১০ টি প্রতিষ্ঠানকে বিসিসি এরূপ পরামর্শ ও সেবা প্রদান করে।

৩.৮ গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3) থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে মেইল ডোমেইন, ওয়েব ও অ্যাপিকেশন হোস্টিং, কো-লোকেশন সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫৫২ (পাঁচশত বায়ান্ন) টিডোমেইন এ সর্বমোট ৭৬,৪০০ (ছিয়াত্তর হাজার চার'শ) টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) এর অধিক ওয়েবসাইট ও ২৬৪ (দুইশত চৌষট্টি)টি Application হোস্টিং করা হয়েছে। এছাড়াও ডেটা সেন্টার হতে ৪৪৫ (চারশ পঁয়তালিশ)টি Virtual Private Server, ৫টি File Server, ২২ (বাইশ)টি Co-location Service প্রদান করা হচ্ছে। ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ১২ (বার) পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদে এ সেন্টারকে sustainable করার জন্য business model প্রস্তুত করা হচ্ছে;

- নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিসি'তে Network Operation Centre স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয়ই-গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় ১৮৪৩৪টি দপ্তরের মধ্যে ১৭৩৪৬টি সরকারি অফিস এবং ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আনা হয়েছে । মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিডিও কনফারেন্সিং এর টেস্টসহ ৮১টি সার্পোট প্রদান করা হয়। ১৩৯টি ভিভিআইপি, ভিআইপি-১১৭টি প্রোগ্রাম এবং ৯৬১টি ভিডিও কনফারেন্সিং কারিগরি সহায়তা প্রদান করাসহ মোট ১২৯৮টি ভিডিও কনফারেন্সিং কাজে সহযোগিতা করা হয়। ১৭৩০৩ (সতের হাজার দুই'শ তিরানব্বই)টি সরকারি দপ্তরে ফ্রি ওয়াইফাই জোন তৈরী করা হয়েছে।

- ই-গভর্ণেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টার অপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ওপ্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) প্রস্তুত করা হয়েছে। e-GIF with MSDP, National E-Service Bus প্রস্তুত এবং GeoDASH প্লাটফর্মটি BNDA সার্ভিস বাসে সংযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও সার্ভিস বুক অটোমেশন, ই-পেনশন সার্ভিস ওপেন, BOESL এর জন্য Android অ্যাপ, অনলাইনে খাদ্যশস্য সংগ্রহের সফটওয়্যার, Project Tracking System ইত্যাদি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেমে Blockchain Integration এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিসিসি'র প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণে ব্লকচেইন প্রযুক্তির ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ কর্তৃক বিজিডি ই-গভ সার্ট ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ২৬ জুলাই ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে উদ্বোধন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৬টি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় ডিজিটাল ফরেনসিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সার্ট কর্তৃক ৭৮৭টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ইন্সিডেন্ট রেজিষ্টার করা হয়েছে। সার্ট ওয়েবসাইটে ২৩৮টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। সার্ট কর্তৃক ৫৩টি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপিকেশন সমূহের Vulnerability Assessment and Penetration Test (VAPT) সম্পন্ন করা হয়েছে। ১১টি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)তে ৬৩টি সাইবার সেন্সর রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। সার্টে সদ্য স্থাপিত 'সাইবার জিম'এ পর্যন্ত ৪৪ জন সরকারি কর্মকর্তাকে সাইবার ডিফেন্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

৪.১ পরিচিতি

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য উন্নয়নের প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও মাধ্যমে কর্মসংস্থান গৃষ্টি ও বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে ২০১০ সালে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক/আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা ও দক্ষ মানবসম্পদ গৃষ্টি করে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম তদারকি ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে নির্বাহী কমিটি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) রয়েছে। ঢাকার আগারগাঁও, আইসিটি টাওয়ারের ১০ম তলায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ২৮টি হাই-টেক পার্ক (এইচটিপি)/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি) /আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ৩টি পার্কের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম চলছে। বাকী পার্কগুলোর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

৪.১.১ রূপকল্প (Vision)

বাংলাদেশে আইটি/হাই-টেক শিল্পের টেকসই উন্নয়ন ও বিকাশ।

৪.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের জন্য আন্তর্জাতিক মানের অবকাঠমো/স্থাপনা প্রতিষ্ঠা; তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবসায়ের অনুকূল ও টেকসই পরিবেশ এবং তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের ইকোসিস্টেম তৈরি; তথ্য-প্রযুক্তি শিল্প ও ব্যবসায়ের সকল সেবা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের মাধ্যমে সম্পন্ন করা।

৪.১.৩ অগ্রাধিকার ও উদ্দেশ্যসমূহ

বর্তমান সরকার আগামী ২০২১ এর মধ্যে দেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সনের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়েছে। সরকারের এ রূপকল্প বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি সেক্টরকে যুগোপযোগী করা, সেবাসমূহকে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়া, তরুণ জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৪.১.৪ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যাবলি

- বাংলাদেশে হাই-টেক পার্ক নির্মাণে পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;
- পার্কের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা;
- হাই-টেক পার্কে বিশ্বমানের বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ;
- বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাই-টেক পার্কে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ;
- হাই-টেক পার্ক বাস্তবায়নে বোর্ড অব গভর্নরস এবং নির্বাহী কমিটির নির্দেশনা পালন;
- দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৪.২ প্রশাসনিক কাঠামো

(ক) জনবল

প্রশাসনিক কাঠামোতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক (২ জন), উপ-পরিচালক (৪ জন) সহ মোট অনুমোদিত জনবল ৭৬ জন। বর্তমানে কর্মরত আছেন ৭১ জন, যাদের মধ্যে ১-১০ গ্রেডভুক্ত ১৭ জন ও ১১-২০ গ্রেডভুক্ত ৫৪ জন। শূন্য পদের সংখ্যা ০৫ টি, যার মধ্যে ১-১০ গ্রেডের ০৩ জন ও ১১-২০ গ্রেডের ০২ জন।

(খ) ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	১৯.২১	১৫.৬৬	৮১.৫৬%
উন্নয়ন	২৯৩.৩৫	২৪০.০৫	৮২%

৪.৩ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা ও গাইডলাইন

ক। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (সংশোধিত - ২০১৪)

খ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮

গ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিধিমালা, ২০১৫

ঘ। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১

ঙ। বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক ঘোষণা সম্পর্কিত গাইডলাইন

চ। ওয়ান স্টপ সার্ভিস বিধিমালা-২০১৯

৪.৪ বার্ষিক কর্মসম্পদান চুক্তি ২০১৮-১৯

তিনটি কৌশলগত (আইটি/আইটিইএস সেক্টরে অবকাঠামো উন্নয়ন; আইটি/আইটিইএস সেক্টরে মানবসম্পদ ও ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশন) উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১.০৬..২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসংস্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তিনটি কৌশলগত উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য ১২টি কার্যক্রম গৃহীত হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ৯৯% বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন করে। সামগ্রিক ভাবে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের বার্ষিক কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন হার ৯৮%।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ ও ইন্ডাস্ট্রি প্রমোশনের আওতায় নিম্নের কাজগুলো বাস্তবায়ন করেছে।

৪.৪.১ বার্ষিক কর্মসম্পদান চুক্তির উলেখযোগ্য অর্জন (২০১৮-১৯)

ক্র. নং	কার্যক্রম	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	মন্তব্য
১	বিভিন্ন আইটি/হাই-টেক পার্কে স্পেস নির্মাণ	বর্গফুট	২,৪৪,০০০	২,৭৫,০০০	
২	আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার নির্মাণ	বর্গফুট	১,৫৬,০০০	১,৫৫,০০০	
৩	বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১৫টি	১৫ টি	
৪	"হাই-টেক পার্ক সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)-এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ" (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পভূমি উন্নয়ন/বালি ভরাট	ঘনমিটার	৪,৫৮,০০০	৩০,০০,০০০	
৫	বহি: নিরাপত্তা দেয়াল নির্মাণ	মিটার	১,০০০	১,০০০	
৬	''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী'' রাস্তা নির্মাণ	মিটার	৪০০	৪০০	
৭	''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী'' সাব-স্টেশন নির্মাণ	বর্গফুট	১৫০০	১৫০০	
৮	প্রশিক্ষণ আয়োজন	সংখ্যা	২৭০০	২৭৯০	
৯	আইটি কোম্পানীসমূহের মধ্যে স্পেস/ফ্লোর বরাদ্দ প্রদান	বর্গফুট	৩,১৯,০০০	৩,২১,০০০	
১০	সেমিনার আয়োজন (অংশগ্রহণকারী)	জন	১০০০	১০০০+	
১১	রোড শো আয়োজন (অংশগ্রহণকারী কোম্পানী)	সংখ্যা	১০ টি	১০+	
১২	বিভিন্ন আইটি মেলায় অংশগ্রহণ (মেলার সংখ্যা)	সংখ্যা	২টি	৩টি	

৪.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অর্জন

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ, ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন, অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ, সেবা প্রত্যাশী এবং দর্শনার্থীদের জন্য পরিচ্ছন্ন টয়লেটসহ অপেক্ষাগার (waiting room) চালুকরণ এবং সেবার মান সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের জন্য অভিযোগ/পরামর্শ বক্স চালু করা হয়েছে। আইটি/আইটিইএস শিল্পের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত আইটি মেলায় এবং বাংলাদেশে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন সকল প্রকল্পের অধিকাংশ ক্রয় প্রক্রিয়া ই-টেন্ডার/ই-জিপি-এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়েছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ এর মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার সমাধান এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানসহ বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ইভেন্টের প্রেস বিজ্ঞপ্তি আপলোড করা হচ্ছে।

৪.৬ প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৪.৬.১ কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

১।	নাম	কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্প	
২।	মেয়াদ	জুন ২০১৩- ডিসেম্বর ২০১৯	
৩।	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৩৯৪১৪.৮১ লক্ষ টাকা	
		জিওবি	২৯৪৭.১১ লক্ষ টাকা
		প্রকল্প সাহায্য	৩৬৪৬৭.৭০ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কে আইসিটি ও অন্যান্য জ্ঞানভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা জন্য বিশ্বমানের বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টি;
- পার্কের নাম করা আইসিটি কোম্পানীর বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য যথোপযুক্ত অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- প্রযুক্তির উৎকর্ষতা ও ফার্ম পর্যায়ে উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- হাই-টেক পার্কের সাথে সম্পার্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- রাজশাহী হাই-টেক পার্কে Training & Incubator Center ভবন নির্মাণ;
- খুলনা আইটি ইনকিউবেটর কাম ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ;
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত সিংগাপুর-ব্যাংকক মার্কেটের ৬-১১ তলা উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সফটওয়ার টেকনোলজি পার্ক নির্মাণ;
- Establishment Inward Decoration of Incubation and Training Center at RHTP;
- Establishment Inward Decoration of Incubation and Training Center at KUET;
- Internal Road at RHTP;
- Internal Road & Walk-wayat KUET;
- Electric Connectivity for IT Incubation & Training Centre at KUET;
- ৮১ টি আইটি/আইটিই এস প্রতিষ্ঠানের Company Certification প্রাপ্তিতে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
- জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, ময়মনসিংহে Digital Communication and Networking lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে Network Design & Software Development Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে Web Technology Lab for IOT Device Development প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- খুলনা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Natural Language Processing Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে Software Development and 3D Printing Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে Deep Learning Lab for Higher Research প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস, ঢাকায়; Internet of Things (IoT) Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে;
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে IoT and Machine Learning Lab প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

বুয়েটে রবোটিক্স ল্যাব স্থাপন।

৪.৬.২ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২১ খ্রি:	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২৮৭১১.০৮ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- রাজশাহীতে জ্ঞানভিত্তিক আইটি ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করা;
- জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখা;
- দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে আকৃষ্টকরণের নিমিত্ত ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- নতুন আইটি উদ্যোক্তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া;
- কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রকল্পের ২ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট এমপিবি (মাল্টি পারপাস ভবন) এর নির্মাণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পুরোদমে চলমান রয়েছে এবং যার আনুমানিক ৪৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ডিপটিউবওয়েল ও বহিঃস্থ পানি সরবরাহ, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং- সংক্রান্ত কাজ ৮২% সম্পন্ন হয়েছে;
- সাব-স্টেশন ও জেনারেটর ভবন, সীমানা প্রাচীর/ফেন্সী নির্মাণ এবং গেইট ও ব্যারাক নির্মাণ সংক্রান্ত কাজ ৭২% সম্পন্ন হয়েছে;
- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে AR/VR/MR ল্যাব স্থাপন কাজ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে;
- কার্পেটিং রোড, আরসিসি ইন্টারনাল রোড এবং আরসিসি কম্পাউন্ড ড্রেইন সংক্রান্ত কাজ ৩০% সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রায় ৭২০টি পরিবারকে প্রকল্প এলাকা হতে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প বাস্তবায়ন এলাকায় কোন পরিবার বা বস্তিবাসী অবস্থান করছে না।

৪.৬.৩ হাই-টেক পার্ক সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি)-এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	হাই-টেক পার্ক সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি) -এর প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প
মেয়াদ	০১-০১-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০১৯ ইং
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস জিওবিঃ ২৯০২৫.৬০ লক্ষ টাকা ।

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সহায়ক প্রাথমিক অবকাঠামো নির্মাণ;
- বিনিয়োগ পরিবেশ এবং সুযোগ সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আইটি/আইটিইএস প্রতিষ্ঠান আকৃষ্টকরণ;
- ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানকে পার্কে হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের জন্য আকৃষ্টকরণ;
- আইসিটি পেশাজীবীদের জন্য চাকুরীর ক্ষেত্র তৈরী করা;
- ডিজিটাল বাংলাদেশ-ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- দক্ষ জনবল তৈরি করা, পঞ্চাশ হাজার (৫০,০০০) কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- সাইট উন্নয়ন কাজ (বালু দ্বারা) ৯৭% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ কাজ (মাটি দ্বারা) ৯৫% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ইন্টারনাল লেক নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ইরোশন কন্ট্রোল ব্লক নির্মাণ কাজ ৬০% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- টো-ওয়াল নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে;
- আইটি বিজনেস সেন্টার নির্মাণ কাজ ৭২% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ডিপটিউবওয়েল, পানি সরবরাহ সিস্টেম ও পানির পাম্প নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন হয়েছে;
- অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ কাজ ৬৪% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- আর.সি.সি ব্রিজ নির্মাণ কাজ ৬৫% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ৩৩/১১ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নির্মাণ কাজ ৩৫% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- সুয়্যারেজ সিস্টেম নির্মাণ কাজ ৬৬% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- গ্যাস সংযোগ স্থাপন (৩০ কি.মি.) ২০% নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- বৈদ্যুতিক সংযোগ সিলেট থেকে প্রকল্প এলাকা (৩০ কি.মি.) নির্মাণ কাজ ১০০% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- গেইট হাউজ নির্মাণ কাজ ১০% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- ইউটিলিটি ভবন নির্মাণ কাজ ১৫% সম্পন্ন করা হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি: ৭৫.০৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ৭৬%।

৪.৬.৪ শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	
মেয়াদ	জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০১৯	
প্রক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৩০৫১০.৩৮ (লক্ষ টাকা)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের আইটিতে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়তা করা;
- একাডেমিয়া এবং আইটি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধন প্রতিষ্ঠা করা;
- আইটি/আইটিইএস সম্পর্কিত খাতে বাংলাদেশের যুব সমাজের আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- মাগুরায় আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশ ভবনের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭৯%;
- বরিশালে ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৭৫%;
- নাটোরে ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৫০%;
- কুমিলায় ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৫৩%;
- সিলেটে ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৫০%;
- নেত্রকোনায় ভবন নির্মাণ কাজের অগ্রগতি ৩৩%;
- এ পর্যায়ে ২৯০০ জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, ১০০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে ও ১১০০ জনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দ্রুত শুরু হতে যাচ্ছে। আরও ২১০০ জনের প্রশিক্ষণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।

৪.৬.৫ জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্ক স্থাপন (১২টি জেলায়) প্রকল্প	
মেয়াদ	০১/০৭/২০১৭ হতে ৩০/০৬/২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২৫২৪০.০৭ লাখ টাকা
	প্রকল্প সাহায্য	১৫৪৪০০.১৪ লাখ টাকা
	মোট	১৭৯৬৪০.২১ লাখ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আইটি পার্কের অবকাঠামো স্থাপন;
- মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- আইটি শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নে স্থানীয় ও বৈদেশিক কোম্পানীকে আকৃষ্টকরন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- প্রকল্পের আওতায় ৩০ হাজার তরুণ-তরুণীকে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- ১২ টি প্রকল্প ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে;
- ১২টি প্রকল্প এলাকার মাটি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রকল্পের কন্সেপ্ট ডিজাইন ও ইস্কিমেটিক ডিজাইন সম্পন্ন হয়েছে;
- পরামর্শক সংস্থা Voyants Solutions, India কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রকল্পের বিস্তারিত ডিজাইন, বিওকিউ ও টেন্ডার ডকুমেন্ট Exim Bank of India এর নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;
- প্রকল্পের আওতায় বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপনের লক্ষ্যে টেন্ডার ডকুমেন্ট অনুমোদনের জন্য Exim Bank of India বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে;
- ৫০ জন EEE/CSE/IT/Computer Science/ Software Engineering গ্রাজুয়েটকে জাপানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি: ০.৫১% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ১.০০%।

জেলা পর্যায়ে আইটি/হাই-টেক পার্কের স্কিমেটিক ডিজাইন

৪.৬.৬ চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেস ইনকিউবেটর স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	
মেয়াদ	জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১ খ্রি:	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি:	৮২০২.১০ লক্ষ টাকা
	মোট :	৮২০১.১০ লক্ষ টাকা

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা প্রদান করা;
- বিশ্ববিদ্যালয় এবং আইটি শিল্প এর মধ্যে কার্যকর সংযোগ স্থাপন করা;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষদ এবং শিক্ষার্থীদের জন্য গবেষণা ও উদ্ভাবনী কার্যক্রমে সুযোগ সৃষ্টি করা;
- ভৌত অবকাঠামো ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি তৈরি করা।

(গ) উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- পরার্মশক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় প্রাথমিক সার্ভে সম্পন্ন হয়েছে। মাষ্টার প্ল্যান প্রস্তুত কাজ চলমান রয়েছে;
- জনবল (আউটসোর্সিং) নিয়োগের জন্য উম্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণে জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে;
- প্রকল্পের সরাসরি জনবল নিয়োগের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে;
- যানবাহন ক্রয় সম্পন্ন;
- প্রকল্প এলাকায় বিটিসিএল এর মাধ্যমে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের জন্য কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- কম্পিউটার ও মেশিনারীজ ক্রয় সম্পন্ন;
- প্রকল্প এলাকায় ভূমি/সাইট উন্নয়ন সম্পন্ন;
- আর্থিক অগ্রগতি ৯৯.৬০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৪.৮ বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের অর্জন

- জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক;
- শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, যশোর;
- শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার, নাটোর;
- সামিট টেকনোপলিশ লিঃ এর ৬০ হাজার বর্গফুটের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভবন সম্পন্ন;
- সামিট টেকনোপলিস লিঃ এর ১.৬৫ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট সিগনেচার ভবনের ৭০% কাজ সম্পন্ন;
- যুক্তরাজ্য ভিত্তিক কোম্পানি ভাইব্রেন্ট সফটওয়্যার লিঃ এর নির্মাণাধীন ভবনের ৬০% কাজ সম্পন্ন;
- বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিঃ এর ২ লক্ষ বর্গফুট বিশিষ্ট ০৮ তলা ভবনের ৮০% কাজ সম্পন্ন;
- বাংলাদেশ টেকনোসিটি লিঃ এর অপর একটি ভবন এর নির্মাণ কাজ ২০% সম্পন্ন;
- বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ২৯টি দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি/স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। কোম্পানীসমূহ ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন, পিসি ও বিভিন্ন এক্সেসরিজ তৈরী বা এ্যাসেম্বেলীং করবে;
- বাস্তবায়িত ০৩টি পার্ক ও বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি এবং ১৩টি বেসরকারি সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে এ পর্যন্ত ৮০০০ এর অধিক কর্মসংস্থান হয়েছে;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন আইটি কোম্পানীতে ৪৪৭৬ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে;
- ইতোমধ্যে ১১ হাজার এর অধিক জনের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩১০০ জনের প্রশিক্ষণ চলমান এবং আরও ৪৫ হাজার জনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে;
- আইটি কোম্পানির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬৬টি প্রতিষ্ঠানকে সার্টিফিকেশনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে;
- ডাটা সফট নামীয় প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে উৎপাদিত Water Tank Management System (IOT device) সৌদি আরবে রপ্তানি করেছে এবং বিজনেস অটোমেশন Kiosk সংযোজন পূর্বক দেশীয় বাজারে (হাসপাতাল ও ব্যাংক সেক্টরে) বিপণন করছে।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়

৫.১ পরিচিতি

সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভিত্তি হিসেবে দেশে তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, ই-কর্মাস, ই-লেনদেন, ই-প্রকিউরমেন্ট, ই-গভর্নেন্স চালুকরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৩) মোতাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে ২০১২ সালে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authorities) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর ফলে নিরাপদ ই-গভর্নেন্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে।

৫.১.১ রূপকল্প (Vision)

নিরাপদ তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ

৫.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রবর্তনের মাধ্যমে নিরাপদ তথ্য আদান প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং সাইবার অপরাধ দূরীকরণে জাতীয় ও আঞ্চলিক যৌথ উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা

৫.১.৩ কার্যাবলি

- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশে ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন ই-প্রকিউরমেন্ট তথা ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তনে সহায়তা প্রদান করা;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর সংরক্ষণাধার (repository) উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এ নাগরিক তথ্যের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিধি/ গাইডলাইন/ নির্দেশিকা প্রণয়ন;
- সিটিজেন ডাটাবেস-এর ব্যবহারকারীদের জন্য কারিগরি মানদণ্ড নির্ধারণ;
- সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় কার্যাবলি পালন করা;
- এই কার্যালয়ের অধীনে লাইসেন্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগকৃত সার্টিফায়িং অথরিটি সমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে দায়িত্ব পালন;
- সার্টিফায়িং অথরিটি এর গ্রাহক ও সিএ এর মধ্যকার বিভিন্ন স্বার্থের বিরোধ নিষ্পত্তি করা;
- সার্টিফায়িং অথরিটি (সিএ) সমূহের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা;
- এ কার্যালয় সিএ সমূহের বিভিন্ন তথ্য, যেমনঃ প্রদত্ত পাবলিক ও প্রাইভেট কী সমূহের তথ্য, গ্রাহকদের তথ্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সংরক্ষণাধার ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন;
- সাইবার অপরাধ তদন্ত।

৫.২ সিসিএ'র প্রশাসনিক কাঠামো

(ক) নিয়ন্ত্রক
(খ) উপ-নিয়ন্ত্রক
(গ) সহকারী নিয়ন্ত্রক
(ঘ) অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী

৫.২.১ জনবল

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এরকার্যালয়ে ৯ম গ্রেড থেকে তদুর্ধ্বগ্রেডের ২৬টি, ১১-১৬তম গ্রেডের ১৯টি এবং ১৮-২০তম গ্রেডের ১০টি সহমোট ৫৫টি অনুমোদিত পদ রয়েছে।

অনুমোদিত জনবল				কর্মরত জনবল				শূন্য পদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল		
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
২৬	০	১৯	১০	১২	০	১৫	১০	১৪	০	৪	০	৫৫	৩৭	১৮

৫.২.২ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন)

বিবরণ	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ব্যয় (কোটি টাকায়)	ব্যয়ের হার (কোটি টাকায়)
অনুন্নয়ন	৪.০৭৪৬	৩.৬৬৩৫৭	৮৯.৯%

৫.৩ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

- অনলাইনে ছুটি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করণ;
- ই-সাক্ষ্য চালুকরণ;
- সিসিএ অফিসের ইনফোমেইল (info@cca.gov.bd) এবং ফেসবুক পেজ (Controller of Certifying Authorities-CCA) এবং মতামত বক্সের মাধ্যমে সাইবার অপরাধসহ বিভিন্ন বিষয়ের সেবাদান;
- ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- চেইন অব কাস্টডি ফরম প্রবর্তন;
- হ্যাকিং এর শিকার হলে ফেসবুক একাউন্ট উদ্ধার ও নিরাপদে ফেসবুক ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশিকা;
- "ডিজিটাল নিরাপত্তায় ও সচেতনতা" শীর্ষক পুস্তিকা প্রণয়ন ও কর্মশালা আয়োজন;
- বিভিন্ন জেলার স্কুল-কলেজে ছত্রীদের মাঝে "ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের সচেতনতা" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সরকারি দপ্তরের ৬০০জন সরকারি কর্মকর্তাকে ডিজিটাল স্বাক্ষর বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান;
- বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনালস ও সিসিএ কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল অডিটোরিয়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে "Media and Cyber Law" বিষয়ক সেমিনার আয়োজন;
- অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট আলামত সমূহের সঠিক প্রক্রিয়ায় জব্দকরণ, হস্তান্তর, পরিবহন, প্রক্রিয়াকরণ ও ফরেনসিক পরীক্ষাগারে প্রেরণের জন্য চেইন অব কাস্টডি ফরম প্রবর্তন;
- ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় কর্তৃক প্রণীত "ডিজিটাল নিরাপত্তা ও সচেতনতা" নামক জনসচেতনতা মূলক পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত পুস্তিকাটি ইতোমধ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কপিরাইট অফিস হতে নিবন্ধন সনদ লাভ করেছে।

৫.৪ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৮-২০১৯

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টি ফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক (সিসিএ)-এর কার্যালয় ২০১৮-১৯ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কৌশলগত উদ্দেশ্যে সমূহ নিম্নরূপ:

ক্র: নং :	কৌশলগত উদ্দেশ্য	গৃহীত কার্যক্রম
১	নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন	৩টি
২	দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন	৩টি
৩	আইনী অবকাঠামো উন্নয়ন	৪টি
৪	ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠান	৪টি
৫	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য	২৮টি

৫.৪.১ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জন

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS) সিস্টেমের জন্য অবকাঠামো উন্নয়ন	মার্চ/ ২০১৯	মার্চ/ ২০১৯
Leave Management System চালুকরণের লক্ষ্যে আইটি অবকাঠামো উন্নয়ন	ডিসেম্বর/ ২০১৮	অক্টোবর/ ২০১৮
ডিজিটাল স্বাক্ষর ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৬০০	৬২০
ডিজিটাল নিরাপত্তায় মেয়েদের নিয়ে সচেতনতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ	২০০০০	২০০০০
Clean Desk Policy এর খসড়া প্রস্তাব দাখিল	অক্টোবর/ ২০১৮	২৬.১২.১৮
Password Protection Polic এর খসড়া প্রস্তাব দাখিল	নভেম্বর/ ২০১৮	২৬.১২.১৮
Lab Security Policyএর খসড়া প্রস্তাব দাখিল	ডিসেম্বর/ ২০১৮	০৭.০১.১৮
লাইসেন্স প্রাপ্ত সিএ সমূহের অফিস ও স্থাপনা পরিদর্শন	৫	৫

৫.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ২০১৮-২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা

সিসিএ কার্যালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামা ২০১৮-২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে নৈতিকতা কমিটির সভা যথা সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং উত্তম চর্চার তালিকা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথা সময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত বিষয়ে সিসিএ'র ওয়েবসাইট সর্বদা হালনাগাদ রাখা হয়েছে।

৫.৬ প্রকল্প/কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৫.৬.১ পিকেআই (পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	পিকেআই (পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার) সিস্টেমের মানোন্নয়ন এবং সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প (Upgradation of PKI System and Capacity Building of CCA Office)	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৬ - জুন ২০১৮	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	২২০৪.১৩ (লাখ টাকা)
	বৈদেশিক সাহায্য (বিশ্বব্যাংক ঋণ)	-
	মোট	২২০৪.১৩ (লাখ টাকা)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পাবলিক কি ইনফ্রাস্ট্রাকচার (PKI) সিস্টেমের মানোন্নয়ন করা;
- সিসিএ কার্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- সিসিএ কার্যালয়ে একটি ফরেনসিক ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসহ পিকেআই সিস্টেম, রুট সিএ সফ্টওয়্যার এবং সার্ভারের মানোন্নয়ন করা হয়েছে;
- সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণ ও তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, ডিজিটাল ফরেনসিক সার্ভার, ওয়ার্ক স্টেশন ও সম্পূর্ণ সলিউশনসহ এইচ ডিডি বকার (HDD Blocker) স্থাপন করা হয়েছে;
- সাইবার অপরাধ দমনে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ের ৪০ জন কর্মকর্তাকে দেশে ও ২৮ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে ফরেনসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- সিসিএ কার্যালয়ের স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে;
- সিসিএ কার্যালয়ের অগ্নি নির্বাপন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হয়েছে;
- আর্থিক অগ্রগতি: ৮৪.৮৮% এবং বাস্তব অগ্রগতি: ১০০%।

(ঘ) সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে গৃহিত কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সিসিএ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই ফরেনসিক ল্যাবে সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলা সমূহের তদন্ত কার্যক্রমের ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে নিয়মিতভাবে তা সাইবার ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করা হচ্ছে।

ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ

এ পর্যন্ত সাইবার ট্রাইব্যুনাল হতে আগত মামলাসমূহের মধ্যে এগারোটি মামলার ৪০টি ডিভাইসের ফরেনসিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে ফরেনসিক প্রতিবেদন সাইবার ট্রাইব্যুনাল বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কয়েকটি মামলার ফরেনসিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৫.৬.২ সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান

(ক) প্রকল্প পরিচিতি

নাম	"সিএ মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন এবং নিরাপত্তা বিধান" (Establishment of CA Monitoring System and Security in the Office of the Controller of Certifying Authorities)	
মেয়াদ	জুলাই ২০১৯ - ডিসেম্বর ২০২০	
প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থের উৎস	পরিমাণ
	জিওবি	৪৫৭৩.৮৬ (লক্ষ টাকায়)

(খ) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- সার্টিফাইয়িং অথরিটি সমূহকে সম্পৃক্ত করে সাইবার ইনসিডেন্ট সংক্রান্ত তদারকি ব্যবস্থা গড়ে তোলা;
- উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন সাইবার টেকনিক্যাল টিমের সক্ষমতা তৈরিকরণ;
- সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থামানো এবং ঝুঁকি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করা;
- সার্টিফাইয়িং অথরিটির আওতাধীন সিস্টেমসমূহ ও জনগণকে সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ বিষয়ে সচেতন করা।

(গ) উল্লেখ্যযোগ্য কার্যক্রম

- প্রকল্প কার্যালয়ে জনবল নিয়োগ, আসবাবপত্র ক্রয় এবং যানবাহন ক্রয় করা;
- হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ক্রয়, স্থাপন এবং চালু করা;
- পরামর্শ কনিয়োগ দেওয়া;
- জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার আয়োজন করা;
- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা।

(ঘ) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

- প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ০৯ (নয়) জন জনবলের মধ্যে ইতোমধ্যে ০১ (এক) জন প্রকল্প পরিচালক প্রেষণে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি যোগদান না করা পর্যন্ত সিসিএ কার্যালয়ের উপ-নিয়ন্ত্রক (সাইবার অপরাধ ও নিরাপত্তা) জনাব মোঃ আনোয়ারুল হাবীবকে অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। বাকী সহকারী প্রোগ্রামার ০৪ (চার) জন, হিসাবরক্ষক ০১ (এক) জন এবং অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর ০১ (এক) জন, ড্রাইভার ০১ (এক) জন, অফিস সহায়ক ০১ (এক) জন মোট ০৮ (আট) জন জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
- ২৪ জুলাই ২০১৯ খ্রি: তারিখে একটি গাড়ী (মাইক্রোবাস) জরুরী ভিত্তিতে ক্রয়ের জন্য অর্থবিভাগের অনুমতির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
- পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের নিমিত্তে EOI প্রকাশ করা হয়েছে। EOI মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলছে।

DSA ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি

Office fo the Controller of Certifying Authorities

৬.১ পরিচিতি

ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘঠিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও মানবিক বিষয়াদি আইনের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করা হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫ অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতাধীন দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি'র মাধ্যমে ১ (এক) জন মহাপরিচালক ও ২ (দুই) জন পরিচালকের সমন্বয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি' গঠিত হয়েছে। ইহা ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ হইতে কার্যকর রয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং তদধীন প্রণীত বিধির বিধান বাস্তবায়ন কল্পে এজেন্সি'কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা এবং পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান। এজেন্সির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণের লক্ষ্যে বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬.১.১ রূপকল্প (Vision)

জনবান্ধব নিরাপদ ডিজিটাল প্রযুক্তি

৬.১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

ডিজিটাল নিরাপত্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন, দক্ষ জনবল বৃদ্ধি, মানদন্ড নির্ধারণ, আন্ত:প্রাতিষ্ঠানিক নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল হুমকি প্রতিরোধ এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ডিজিটাল নিরাপত্তা সেবাকে উৎপাদনশীল খাত হিসেবে বিকশিত হতে সহায়তা প্রদান।

৬.১.৩ প্রধান কার্যাবলি

(ক) দেশে ডিজিটাল ডিভাইস ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ দমন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ করা এবং যে কোন তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় সংকটকালীন সময়ে সংকট মোকাবিলার নিমিত্ত সংশিষ্ট সংস্থাসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(খ) গুরুত্বপূর্ণ ও সংকটাপন্ন তথ্য পরিকাঠামো (CII) এর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিদর্শন করা এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(গ) তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক হুমকি মোকাবেলা এবং এ সংক্রান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;

(ঘ) ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থার CERT, Forensic Lab গঠনের নির্দেশনা ও অনুমোদন প্রদান করা এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সী রেসপন্স টিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করা;

(ঙ) ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা এবং ডিজিটাল সিকিউরিটির প্রতি হুমকির উৎস অভ্যন্তরীণ নাকি আন্তর্জাতিক তা পর্যবেক্ষন করা এবং সংশিষ্টদের এই বিষয়ে অবহিত করা;

(চ) জাতীয়নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, বহিঃসম্পর্ক, জনস্বাস্থ্য, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা অথবা প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য সেবার প্রতি ডিজিটাল সিকিউরিটির হুমকির বিষয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(ছ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো চিহ্নিতকরণ এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি/মালিককে এর নিরাপত্তা বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা প্রদান করা;

(জ) ডিজিটাল সিকিউরিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর মালিকও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তির জন্য নির্দেশিকা প্রণয়ণ এবং তা প্রতিপালনের জন্য নিদিষ্ট মানদন্ড প্রস্তুত করা;

(ঝ) ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা;

(ঞ) ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত ঘটনার বিষয়ে অন্যান্য দেশ ও অঞ্চলের CERTকে সহায়তা প্রদান করা;

(ট) ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস প্রদান কারীদের লাইসেন্স প্রদান এবং সিকিউরিটি সার্ভিসের মানদন্ড নির্ধারন করা এবং দেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি সার্ভিস শিল্পের প্রচার, প্রসার ও উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(ঠ) ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত সার্ভিস, পণ্য এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যরের মান নির্ধারণ করা। এছাড়াও ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের পেশাগত উৎকর্ষতা বজায় রাখা এবং উন্নতি ও অগ্রগতিতে সহায়তা প্রদান করা;

(ড) ডিজিটাল সিকিউরিটি সংক্রান্ত প্রযুক্তি, গবেষণা ও সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা এবং ডিজিটাল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিদেশী সরকারের সাথে সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে চুক্তি সম্পাদন, তথ্য আদান-প্রদান ও সহযোগিতা করা;

(ঢ) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সিস্টেমের নিরাপত্তা তদারকী ও এ বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

(ণ) ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের আয়োজন ও জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা;

(ত) জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা আয়োজন ও সাচিবিক সহযোগিতা করা;

(থ) ডিজিটাল নিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করা;

(দ) ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ এর বাস্তবায়ন তদারকি এবং এই সংক্রান্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করা।

৬.২ প্রশাসনিক কাঠামো

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান। এজেন্সির সাংগঠনিক কাঠামো তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন। একজন অতিরিক্ত সচিব মহাপরিচালক এবং ২ জন কর্মকর্তা পরিচালক হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

৬.৩ বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয়

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বাজেট (অনুন্নয়ন) বরাদ্দ: ২০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ১০০%

৬.৪ প্রণীত বিধিমালা

ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি (ক্ষমতা ও কার্যাবলি) বিধিমালা-২০১৯ (খসড়া)

সংরক্ষিত ডাটা সুরক্ষা বিধিমালা-২০১৯ (খসড়া)

৬.৫ উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ডিজিটাল নিরাপত্তা এবং করণীয় শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

৭.১ অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯ এ গ্রহণকৃত/বাস্তবায়িত উদ্ভাবনের নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

ক্র. নং	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ /দপ্তর/সংস্থা	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	কার্যক্রমের অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
১	আইসিটি বিভাগ	আইসিটি খাতে গবেষণার জন্য বৃত্তি ও অনুদান প্রদান কার্যক্রম সহজীকরণ (Innovation Promotion)।	আইসিটি বিভাগ হতে ফেলোশিপ ও অনুদান প্রদান কার্যক্রমের বিদ্যমান অনলাইন প্লাটফর্মটিকে আরো উন্নত ও অটোমেশনকরণের জন্য উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগটি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ফেলোশিপ ও বৃত্তি এবং ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান ইনোভেশন অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে। www.ims.ictd.gov.bd ওয়েবসাইট ব্যবহার করে আবেদনকারী অনলাইন আবেদন করতে পারে।	পূর্বে শিক্ষার্থী ও ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হতে আবেদন সংক্রান্ত তথ্যের জন্য একাধিকবার অফিসে আগমন এবং ম্যানুয়ালি আবেদন করতে হত। উক্ত উদ্ভাবনের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যায় বিধায় সময় ও খরচের সাশ্রয় হবে।	১০০%
২	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	অনলাইন ই-পাশ সিস্টেম	অনলাইন ই-পাশ সিস্টেম এর মাধ্যমে বহিরাগত দর্শনার্থীগণ অনলাইনে সহজে ভবনে প্রবেশ ও পাশের অনুরোধ করতে পারেন এবং এ দপ্তরের কর্মকর্তাগণ সহজেই অনলাইনে পাশ ইস্যু করতে পারেন। যেমন, আইসিটি টাওয়ারে বিদ্যমান দপ্তরসমূহে আগত বহিরাগত দর্শনার্থীগণ ভবনে আসার পূর্বেই ওয়েবসাইটে/ মোবাইল এপিকেশন/ মোবাইল কল/ রিসিপসন ডেস্কে স্থাপিত কিয়স্ক মেশিনের মাধ্যমে সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট অনুরোধ করে ভবনে প্রবেশের Online Pass গ্রহণ করতে পারবেন।	অনলাইন ই-পাশ সিস্টেম সফটওয়্যার ব্যবহার করার ফলে আইসিটি টাওয়ার এর সিকিউরিটি ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। অপরদিকে আগত দর্শনার্থীদের ভবনে প্রবেশের জন্য অপেক্ষাকাল সংক্ষিপ্ত হবে।	১০০%
৩.	৩. বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	Recruitment Exam Management System(2nd-Phase)	সরকারি পর্যায়ে নিয়োগ পরীক্ষার অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ, পরীক্ষা গ্রহণএবং ফলাফল প্রকাশসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	ক) স্বল্প সময়ে আবেদনপত্র প্রসেস করা; খ) আবেদনকারী যে কোন স্থান থেকে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন; গ) আবেদন গ্রহণ এবং পরীক্ষা পরিচালনার দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনেক কম সময়ে এবং স্বল্প খরচে সম্পন্ন হবে।	১০০%
৪.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	Hi-Tech Park Management System (HIMS)	হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে বিনিয়োগকারীদের হাই-টেক পার্ক সম্পর্কে	হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের আওতাধীন বিভিন্ন হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি	০%
৫.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	SmartLab Management System	প্রস্তাবিত ল্যাবব্যবস্থাপনা সিস্টেম তৈরী করা হলে প্রশিক্ষক প্রতিটি ল্যাবের নিয়ন্ত্রণ এবং ডকুমেন্ট শেয়ারিং ও স্ক্রিন শেয়ারিং করতে পারবে। প্রশিক্ষক চাইলে প্রশিক্ষকের স্ক্রিন ব্যতীত প্রশিক্ষনার্থী অন্য কোন স্ক্রিন ব্রাউজারে প্রবেশ করতে পারবেনা। এছাড়া এ সিস্টেমে অনলাইন এ পরীক্ষা নেয়া যাবে।	বিদ্যমান কম্পিউটার ল্যাব এ প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবস্থাপনা খুবই ট্র্যাডিশনাল। অনেক সময় দেখা যায় প্রশিক্ষণার্থীরা প্রশিক্ষণের সময় বিভিন্ন ব্রাউজারে ব্যস্ত থাকেন যেমন:- ফেসবুক, ইউটিউব, স্কাইপি, টুইটার ইত্যাদি। তাতে করে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষনার্থীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ কম থাকে এবং ল্যাব ব্যবহার যথাযথ কার্যকর হয় না।	৭০%

ক্র. নং	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ /দপ্তর/সংস্থা	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	কার্যক্রমের অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৬	সিসিএ কার্যালয়	প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অটোমেশন সফটওয়্যার	সিসিএ কার্যালয়ে সকল কর্মকতা-কর্মচারী অনলাইনে প্রশিক্ষণের চাহিদা প্রদান করতে পারবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নির্বাচন করে অনুমোদন করা হবে। প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন করা যাবে। স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ডাটাবেজ তৈরি হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ বিষয়ে নলেজ শেয়ার করা যাবে।অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অটোমেটেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সার্বিক মনিটরিং করা যাবে।	প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পেপারলেস প্রক্রিয়ার কম সময়ে সম্পন্ন করা যাবে। প্রশিক্ষণার্থীর ভোগান্তি কমবে। সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মনিটরিং হবে।	১০০%

৭.২ অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯ এ তৈরি/বাস্তবায়িত ডিজিটাল-সেবা নাম ও কার্যক্রমের অগ্রগতি বিবরণ

ক্র. নং	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থা	ডিজিটাল-সেবার নাম	ডিজিটাল-সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ডিজিটাল-সেবা গ্রহণের যৌক্তিকতা	কার্যক্রমের অগ্রগতি (%
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	আইসিটি বিভাগ	অফিস স্টাফদের ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেম তৈরি করণ;	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের অনলাইন সিস্টেমে উপস্থিতি সংরক্ষণ এবং তদারকি করা।	পূর্বে হাজিরা খাতা পরীক্ষা করে হাজিরা তদারকি করা হত। উক্ত উ দ্ভাবনের মাধ্যমে কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দের সময়মত অফিসে আগমন পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করা যাবে। তাছাড়া এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন সহজে প্রস্তুত করা যাবে।	১০০%
২.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	অনলাইন ই-পাশ সিস্টেম	অনলাইন ই-পাশ সিস্টেম এর মাধ্যমে বহিরাগত দর্শনার্থীগণ অনলাইনে সহজে ভবনে প্রবেশ ও পাশের অনুরোধ করতে পারেন এবং অভ্যন্তরীণ কর্মকর্তাগণ সহজেই অনলাইনে পাশ ইস্যু করতে পারেন। যেমন, আইসিটি টাওয়ারে বিদ্যমান দপ্তরসমূহে আগত বহিরাগত দর্শনার্থীগণ ভবনে আসার পূর্বেই ওয়েবসাইটে/ মোবাইল এপিকেশন/ মোবাইল কল/ রিসিপসন ডেস্কে স্থাপিত কিয়স্ক মেশিনের মাধ্যমে সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট অনুরোধ করে ভবনে প্রবেশের Online Pass গ্রহণ করতে পারবেন।	অনলাইন ই-পাশ সিস্টেম সফটওয়্যার ব্যবহার করার ফলে আইসিটি টাওয়ার এর সিকিউরিটি ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে। অপরদিকে আগত দর্শনার্থীদের ভোগান্তি লাঘব হচ্ছে।	১০০%

ক্র. নং	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/বিভাগ /দপ্তর/সংস্থা	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	কার্যক্রমের অগ্রগতি (%)
১	২	৩	৪	৫	৬
৩.	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল	Recruitment Exam Management Sys-tem(2nd-Phase)	সরকারি পর্যায়ে নিয়োগ পরীক্ষার অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ, প্রসেসিংসহ যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা।	ক) স্বল্প সময়ে আবেদন পত্র প্রসেস করা; খ) আবেদনকারী যে কোন স্থান থেকে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারেন; গ) একটি কমন ইউজার থেকে বেশি সংখ্যক চাকুরীর জন্য আবেদন সম্পন্ন করা।	১০০%
৪.	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	Digital Attendance	ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের হাজিরা নিশ্চিত করণ	উপস্থিতি সঠিক সময় নিশ্চিতকরণ	১০০%
৫.	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর	লাইব্রেরি ম্যানেজম্যান্ট এপিকেশন	Library Management Application ব্যবহার করার ফলে বই ক্যাটালগ করা, লাইব্রেরীর সদস্যদের তথ্য, বই নেয়া ও বই জমাদেয়ার তথ্য সবসময় বই ক্যাটালগ আপডেট থাকবে যার ফলে লাইব্রেরীর সদস্যগণ খুব সহজেই অনলাইনে বই এর রিকুইজেশন দিতে পারবে এবং লাইব্রেরিয়ান চাহিদা মোতাবেক সদস্যগণদের বই দিতে পারবেন।	বিদ্যমান লাইব্রেরি ব্যবস্থা পনায়তথ্য, বই নেয়া এবং বই জমা দেয়ার ক্ষেত্রে লাইব্রেরি ব্যবস্থাপনা খুবই ট্র্যাডিশনাল; ম্যানুয়ালী সকল কার্যক্রম করতে হয় ফলে বিদ্যমান পদ্ধতিতে বিভিন্ন কর্মকর্তাগণের দৈনন্দিন বিভিন্ন বই এর চাহিদা ও ব্যবস্থাপনা জটিল ও সময় সাপেক্ষ।	১০০%
৬.	সিসিএ কার্যালয়	প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অটোমেশন সফটওয়্যার	সিসিএ কার্যালয়ে সকল কর্মকতা-কর্মচারী অনলাইনে প্রশিক্ষণের চাহিদা প্রদান করতে পারবে। দাপ্তরিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ নির্বাচন করে অনুমোদন করা হবে। প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা এবং বাজেট প্রণয়ন করা যাবে। স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণের ডাটাবেজ তৈরি হবে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণ বিষয়ে নলেজ শেয়ার করা যাবে। অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অটোমেটেড সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে। ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের সার্বিক মনিটরিং করা যাবে।	প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা পেপারলেস প্রক্রিয়ার কম সময়ে সম্পন্ন করা যাবে। প্রশিক্ষণার্থীর ভোগান্তি কমবে। সঠিক ভাবে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা মনিটরিং হবে।	১০০%

8.1 SDG IMPLEMENTATION REVIEW (SIR) REPORT 2019

According to mapping document ICT division is designed for Goals 1, 4, 5, 8, 9 and 17. Among these ICT Division is Lead in, Co-Lead in 9.b and Associates in 1.3, 1.4, 4.4, 4.7, 5b, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 9.2, 9.3, 9.5, 17.6, 17.16 and 17.18.

Assessment of implementation of SDG Targets of ICTD

Lead Targets for ICT Division (Target 9.c and 17.8)

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to December 2018]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken1
1	2	3	4
9.C Significantly increase access to information and Communications technology and strive to provide universal and affordable access to the Internet in least developed countries by 2020.	1. InfoSarker-3 (Jan 2017-Jun 2020); 2. Digital Island Moheshkhali (Jan 2017-Jun 2019); 3. Tier IV National Data Centre (Jul 2015-Jun 2020); Expansion of Tier-III Data Centre; 4. Connected Bangladesh (Jul 2018-Dec 2019); 5. Establishment of CA Monitoring System (CAMS) and Security in the CCA office. 6. Establishment of Mobile PKI system. 7. Implementation of e-Stamping project. 8. She Power: Sustainable Development for Women through ICT 9. Establishment of Union Digital Centre (UDC) 10. Establishment of Specialized Digital Centre 11. Establishment of "333" Call centre 12. Establishment of 3331: Krishok Bondhu Phone Seba 13. Financial Inclusion	• 2300 unions brought under optical fiber connectivity; • 990 police office brought under VPN; • 25 institutions in 3 unions of Mohesh-khali brought under high-speed internet connectivity; • Construction of Tier IV done; Storage capacity upgraded to 3 peta-byte (of Tier-III data centre); • CA Monitoring Project Proposal Sent to Planning Division. • Mobile PKI Project Proposal Sent to Planning Division. • e-Stamping Project Proposal Sent to Finance Division. • Training and intern-ship of 10500 women is going on and will be complet-ed by December 2019. • Underserved citizens accessed to decen-tralized services delivered from the Digital Centres 84.5 **million times.** •	1) National ICT Policy 2018; 2) Digital Security Act, 2018 -

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to December 2018]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken1
1	2	3	4
		• In 2018, 71% Digital Centre entrepreneurs empowered through earning USD 125+ per month. Rural people have received various information and services through these centres 6.5 million times, of which 2.7 million times to women per month on an average. • **Specialized Digital Centre** Significant services that have been provided in these Digital Centres are Passport Application, Passport fees, NID correction online application, Exam result, Online NID Copy, Job application, Photocopy, Print, Compose, etc. • **333 Call Service Centre** 1.5 million citizen accessed to solve their social problems such as child marriage, food, adulteration, etc. through Citizen Call Centre-333. • **3331: Krishok Bondhu Phone Seba** Almost 8 million farmers have received services and have been empowered with the knowledge of increasing production, quality food, market-oriented agriculture, decent pricing, etc. this initiative has bridged central and rural areas in 2018. •**Financial Inclusion** One safety-net digitization pilot to 115,088 beneficiaries in 2018 has opened up new economic opportunities, out of which 59% are female.	3. Training Manual UDC guidelines Specialized Digital Centre Guideline 333 Call Service Centre Guideline

SDG Targets assigned (Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status* [January 2016 to December 2018]	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms etc. taken1
1	2	3	4
17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innovation capacity building mechanism for least developed countries by 2017 and enhance the use of enabling technology, in particular information and communications technology	1) Innovation Design Entrepreneurship Academy; 2) Tier IV National Data Centre; Expansion of Tier-III Data Centre; 3) Connected Bangladesh; 4) "Improvement of PKI (Public Key Infrastructure System) and Capacity Building of the CCA Office" 5) “Digital Security Awareness for Girl’s” workshops &Online complain against cyber crime using Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS); 6) Establishment of Computer and Language Training lab in Educational institution all over the country project. 7). Establishment of i-Lab 8). Service Innovation Fund	• 61 startups were funded Tk.5.82 crore; • 2300 unions brought under optical fiber connectivity; • Construction of Tier IV done; Storage capacity upgraded to 3 peta-byte (of Tier-III data centre); • Digital Forensic Lab has been set up for cyber crime investigation and PKI system has been upgraded in June 2018. • Digital Security Awareness for Girl’s” workshops have been conducted of 8 divisions across the country. 25,500 students were covered by these workshops (Till May, 2019). Online complain against cyber crime using Digital Evidence Management & Reporting System (DEMRS). • 4016 "Sheikh Russell Digital Lab" and 160 "Sheikh Russell Digital Classroom" have been established in various educational institutions • Language training software (vashaguru)has been developed and training is going on. **1. i-Lab** • Public universities are connected • Innovations are fostering • Projects on Robotics, AI **2. Service innovation Fund** • 5350+ online proposal submitted • 185 Awardees, USD 3.1 million awarded	1) National ICT Policy 2015 and 2018; 2) Guidelines for funding through iDEA project; (a) (i)Training Manual Guidelines. (ii) Computer lab management Guideline.

Co-Lead Target for ICT Division (9.b)

SDG Targets assigned (Co-Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status (January 2016 to December 2018)	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms, etc. taken	Remarks
1	2	3	4	5
Target [9.b]: Support domestic technology development, research and innovation in developing countries including by ensuring a conducive policy environment for inter alia industrial diversification and value addition to commodities.	Bangladesh Hi-Tech Park Authority (BHTPA) has been created all basic/off site resilient infrastructure in Bangabandhu Hi-Tech City, Kaliakoir; Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi; Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Sylhet. Work is in progress for development of infrastructure in IT Parks at 12 districts; 7 IT Training &Incubation Centre at 7 districts and IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology (CUET).	1) Sheikh Hasina Software Technology Park, Jashore: Number of 48 IT companies are running their business in this park. 2) Janata Tower Software Technology Park: Number of 18 software companies and 10 startups are working in the Park. 3) Bangabandhu Hi-Tech City, Kaliakoir: Plots & 4,61,000 square feet spaces ready for investment and Number of 19 IT companies are allotted Land in this park. 4) Basic infrastructure and land is ready at Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Sylhet for investment. 4) 5 (five) storied building (72000 sft) is ready for Training and incubation centre at Bangabandhu Sheikh Mujib Hi-Tech Park, Rajshahi. 5) IT Business Incubator at Chittagong University of Engineering & Technology (CUET); Number of 7 (seven) Sheikh Kamal IT Training & Incubation Centers and Number of 12 (Twelve) IT Parks at different districts are under construction.	(1) Rules of One Stop Service of BHTPA. (2) Guideline for visa & work permit at HTP/STP. (3) Guideline for land selection of HTP/STP (4) Guideline for operating Training & Incubation Centre. (5) Skill Enhancement Guideline for Sheikh Hasina Institute of frontier technology Above mentioned policies or reforms would be taken to implement the actions of BHTPA	
	1) Innovation Design Entrepreneurship Academy (Jul 2016-Jun 2019); 2) Enhancement of Bangla Language in ICT through Research & Development; (a) ICT Training and Infrastructure	- 61 tech-innovation based startups were funded and supported; - Two R&D based Bangla language tools under development; (a) (i) EGP Tender for eight lab is completed.	1) National ICT Policy 2015 and 2018; 2) Guidelines for funding through iDEA project;	

SDG Targets assigned (Co-Lead)	Actions taken against the target (project/programme)	Achievements Status (January 2016 to December 2018)	Act, Policy, Strategy, Plan, Reforms, etc. taken	Remarks
1	2	3	4	5
	Establishment Program in recently abolished enclaves. Period (january 2019-December 2020) Budget 80.304 million. (b) Establishment of Japan Bangladesh SET (Service, Employment & Training) Centres. Period (July 2019- june 2022) Budget: 8500 million	(ii) Site selection completed. b) (i) Proposal has been sent for inclusionin ADP (ii)PDPP has sent to ERD for further action.	1) National ICT Policy 2015 and 2018; 2) Guidelines for funding through iDEA project;	
	Development of mobile game and application skills project	• Training received 16625 • Engaged in IT job 8525 • Entrepreneur 624 • 1 Apps completed and 26 Apps under development		
	Learning and Earning Development Project	• Training received 38660		

SDGs Localization

Apart from the goals assigned for ICT Division as Lead and Co-Lead, ICT division has projects and programmes through it's different organizations that address some other SDGs. The highlights are as follows:

Sl.	Goal	Target	Activity	Project's Name
1.	3	3.8	• Improving the quality of public service through the use of information technology in health; • Improving the quality of life of the residents of the island providing adequate infrastructure for high speed Internet, intranet and other ICT solutions;	Digital Island Moheshkhali Project
2.	10	10.1	• Network at remote areas will ensure ICT uses in those places. Because of affordable access to Internet, inequality in access to ICTs prevailing within the country will be reduced.	Connected Bangladesh
3.	8, 10	8.5 8.6 10.2	• Empowerment of persons with disabilities through ICT skill enhancement and employment. Enhances platform for equal opportunity and thus reduce inequalities that will social, economic and political inclusion of persons with disabilities.	Empowerment of Persons with disabilities including NDD through ICT Project
4.	9	9.5	• Increased uses of Bangla will be ensured through development of tools through language research and development.	Enhancement of Bangla Language in ICT through Research & Development
5.	16	16.6	• Help achieve accountability among government organizations and satisfaction among citizens;	Bangladesh e-Government ERP
			Help to achieve accountability among government organizations and satisfaction among citizens;	• "Up gradation of PKI (Public Key Infrastructure System) and Capacity Building of the CCA Office" Implemented • Establishment of CA Monitoring System (CAMS) and Security in the CCA office. To be implemented 1 July 2019-31 December 2020.

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

৯.১ অর্থবছর ২০১৮-১৯ এ আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট

(ক)	৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮:	৪-৬ অক্টোবর ২০১৮ ঢাকায়কেন্দ্রিয়ভাবে ও মাঠপর্যায়ে প্রতিটি জেলায় এ মেলা আয়োজন করা হয় এবং মেলায় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকা শোকেসিং করা হয়।
		৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮, লক্ষ্মীপুর
(খ)	ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮ :	"ডিজিটাল বাংলাদেশ হবে, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা" প্রতিপাদ্য নিয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে দেশব্যাপী এ দিবস পালন করা হয়। দিবসের কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত।
		ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮

(গ) :	বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৯	২১-২২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ চতুর্থবারের মতো এ সামিট আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক মাননীয় উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ সামিটের শুভ উদ্বোধন করেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং বা বিপিও খাতের অবস্থানকে তুলে ধরার লক্ষ্যে Transforming Services To Digital প্রতিপাদ্য বিষয় নিয়ে ঢাকায় এ সামিট অনুষ্ঠিত হয়। ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮, লক্ষ্মীপুর
		বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৯
(ঘ)	জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং	ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তিতে আরো দক্ষ করে গড়ে তুলতে 'অবাক হচ্ছে বিশ্ব এবার, বাংলার শিশুরা প্রোগ্রামার' শিরোনামে ২২ মে-১৩জুলাই ২০১৯ তারিখে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় স্ক্র্যাচ ও পাইথন ভাষার উপর প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয়। গত ২২-২৩ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই প্রতিযোগিতা। পরবর্তীতে জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবারে প্রতিযোগিতায় সারাদেশের প্রায় ২৬০০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।
		ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮

(ঙ)	চাকুরিমেলা :	এল আইসিটি প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ২টি চাকরি মেলা আয়োজন করা হয়েছে। এ সকল মেলায় ২৬,০০০ (ছাব্বিশ হাজার)-এর অধিক চাকরিপ্রার্থী অংশ অংশগ্রহণ করে। মেলায় অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ কর্তৃক চলতি অর্থবছরে ২০০২ (দুই হাজার দুই) জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ৩২৪ (তিনশ চব্বিশ) জনকে চূড়ান্তভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
		বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৯
(চ)	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকুরী মেলা ২০১৯:	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক সেন্টার ফর সার্ভিসেস এন্ড ইনফরমেশন অন ডিজাবিলিটি (সিএসআইডি) এর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের "চাকুরী মেলা ২০১৯" গত ২৪/০৪/২০১৯ খ্রিঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মেলায় ৪৮০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি চাকুরীর জন্য নিবন্ধন করে। চাকুরী প্রদানকারী ২১ প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ এবং নিবন্ধকারী ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৮৩ জনকে শর্ট লিস্টেড করে।
(ছ)	যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা:	অমিত সম্ভাবনার অধিকারী দেশের যুব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আইসিটি চর্চা উৎসাহিত করতে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য গত ২২ জুন ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। সারাদেশ থেকে আগত মোট ১০০ জন প্রতিযোগী ৪টি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।
		ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮

পরিশিষ্ট-ক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রকল্প তালিকা

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয়ও আর্থিক অগ্রগতি (%) (লক্ষ টাকায়)
বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)					
১	লেভারেজিংআইসিটি ফর গ্রোথ, এমপয়মেন্ট এন্ড গভর্নেন্স (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	ফেব্রুয়ারি২০১৩ হতে জুন ২০১৯	৭৯৮৭৫.৪	৩২৭২২.০০	২৯০০১.৮০ (৮৮.৬৩%)
২	ফোরটায়ার জাতীয়ডাটা সেন্টার স্থাপনপ্রকল্প (২য় সংশোধিত)	জুলাই, ২০১৫ হতেজুন, ২০২০	১৫৯৯৫৫.৬৭	২৮২২৮.০০	২৮৯৫০.৪৯ (১০২.৫৬%)
৩	উদ্ভাবনও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ	জুলাই ২০১৬ ২১ হতে জুন ২০	২২৯৭৩.৮৬	৯৬৩.০০	৭০২.৫৬ (৭২.৯৬%)
	৪বাংলাদেশই-গভর্নমেন্ট ইআরপি	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১	৩৪০৫.০৭	৪২৫.০০	৪০২.০০ (৯৪.৫৯%)
৫	সফটওয়্যার কোয়ালিটি পরীক্ষা ও সার্টিফিকেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠাকরণ (১ম সংশোধিত)	(জুলাই ২০১৬ জুন ২০১৯)	২৫২৫.৫৫	৪৬৬.০০	৪৪৪.৭৪ (৯৫.৪৪%)
৬	জাতীয়তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন, ইনফো-সরকার-৩ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	২০৩৯৪৮.২৫	৮৯০২.০০	৮৪৬১.৮৮ (৯৫.০৬%)
৭	গবেষণাও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	১৫৮৯৬.৬৯	২৯৭.০০	২৪৯.২৮ (৮৩.৯৩%)
৮	ডিজিটালবাংলাদেশের জন্য ই-গভর্নমেন্ট মাস্টারপ্যান প্রণয়ন	ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	২৮৫৭.০০	১১৭১.০০	৪৮২.০৯ (৪১.১৭%)
৯	ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	২০৫৭.৭০	৮১০.০০	৭৪৭.৫১ (৯২.২৯%)
১০	"তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরণের প্রতিবন্ধীব্যক্তির ক্ষমতায়ন"	জুলাই ২০১৭ হতেজুন ২০২০	২৪৮৬.৮৮	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০ (১০০%)
১১	ডিজিটালসিলেট সিটি (১ম সংশোধিত)	নভেম্বর ২০১৭ হতে জুন ২০২০	৩০২০.০০	৭৭৭.০০	৫০০.২৯ (৬৪.৩৯%)
১২	বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	মার্চ ২০১৮- ডিসেম্বর ২০২০	১১৬৩১.০	৫১৫৭.০০	৪৬৪৬.১৬ (৯০.০৯%)
১৩	কানেকটেড বাংলাদেশ প্রকল্প (ঝড়ঋ এর অর্থায়ন)	জুলাই ২০১৮- ডিসেম্বর ২০১৯	৪৭৬০৭.১	১০০০.০০	৫২.৩৯ (০.৫২%)
১৪	জাপানিজ আইটি সেক্টরের উপযোগী করে আইটি ইঞ্জিনিয়ারদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	আগস্ট ২০১৭- এপ্রিল ২০২১	৪৪৭৫.০২	১০৮৪.০০	৯৯৯.২৫ (৯২.১৮%)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৮-১৯ অর্থবছরের ব্যয়ও আর্থিক অগ্রগতি (%) (লক্ষ টাকায়)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)					
১৫	কালিয়াকৈরহাই-টেক পার্ক (এবং অন্যান্য হাই-টেক পার্ক) এর উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	৩৯৪১৪.০	৫০০০.০০	৪৫০৭.৪৪ (৯০.১৫%)
১৬	হাই-টেক পার্ক, সিলেট (সিলেট ইলেক্ট্রনিক্স সিটি) এর প্রাথমিকঅবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (প্রথম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯	২৯০২৫.৬	১১৫০০.০০	৬৯৩১.০০ (৬০.২৭%)
১৭	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন প্রকল্প (১মসংশোধিত)	জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯	৩০৫১০.৩৮	৬২৬৮.০০	৫৩১০.৯৫ (৮৪.৭৩%)
১৮	বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক, রাজশাহী (বরেন্দ্র সিলিকন সিটি) স্থাপন	জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯	২৩৮২৪.৭	৬৩৯৭.০০	৬৩৫৭.০০ (৯৯.৩৮%)
১৯	১২ (বার) আইটি পার্ক স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০১	৭৯৬৪০.০০	৪১৪৮.০০	৪২৬.৫৭ (১০.২৮%)
২০	চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইটি বিজনেসইনকিউবেটর স্থাপন (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭ হতেজুন ২০২০	৮২০২.১০	৫২২.০০	৫২০.০৯ (৯৯.৬৩%)
	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)				
২১	সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবস্থাপন (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর২০১৯	৩৯৭৭৭.৭৫	৩৭১৭.৮৭	২৬৬৪.০৭ (৭১.৬৬%)
২২	প্রযুক্তি সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৭ হতে ডিসেম্বর ২০১৯	৮১৮৯.৫৪	৭৭৬৬.০০	৪১৬১.৪১ (৫৩.৫৮%)
২৩	সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২০	৮০৩.০৪	৫৫২.১৪	১১৩.৬২ (২০.৫৮%)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ (বাস্তবায়নকারী সংস্থা)					
২৪	লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট (২য়সংশোধিত) প্রকল্প	জানুয়ারি২০১৪ হতে ডিসেম্বর২০১৯	৩১৯৭৭.১৬	৬০৪.০০	৫৪৪.০০ (৯০.০৭%)
২৫	মোবাইল গেইম ও এ্যাপিকেশন এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৬হতে জুন ২০২১ পর্যন্ড়	২৮১৮০.৮২	৭১০০.০০	৬৭২১.১৪ (৯৪.৬৬%)
২৬	একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প (দ্বিতীয় সংশোধিত)	এপ্রিল ২০১২ সেপ্টেম্বর ২০১৯	৩৯৩৫০.০৭	১০৪৫০.০০	৯৪৬৭.৪৪ (৯০.৬০%)
২৭	জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের আইসিটি অবকাঠামো মানব সম্পদ ও প্রযুক্তি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৭-জুন ২০২১	৪৫৮০.০০	৭৪.০০	৪১.৮৫ (৫৬.৫৫%)